ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-199 ■ 20 April, 2026 ■ আগরতলা ২০ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ৬ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সন্ত্রাসের ঘটনায় আটক মথার কর্মীদের মুক্তির দাবিতে খোয়াইয়ে সড়ক অবরোধ

জনদুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল খোয়াই মহকুমা। ঘটনায় কয়েকজনকে পুলিশ আটক করতেই প্রতিবাদে পথে নামেন তিপ্রা মথা সমর্থিতরা। এর জেরে খোয়াই-কমলপুর সড়কের বেহালাবাড়ি এলাকা এবং খোয়াই-আগরতলা জাতীয় সড়কের ছনখলা এলাকায় অবরোধ গড়ে তোলা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চাম্পাহাওর থানা এবং বাইজালবাড়ি থানা এলাকায় পৃথক দুটি ঘটনার পর পুলিশি পদক্ষেপে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এরই প্রতিবাদে হঠাৎ করেই গুরুত্বপূর্ণ দুটি জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দেন বিক্ষোভকারীরা।

ফলে মুহূর্তের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল।

এই অবরোধের জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ।

বিশেষ করে বিমান যাত্রী, জরুরি চিকিৎসার জন্য যাতায়াতকারী রোগী এবং নিত্যদিনের যাত্রীবাহী যানবাহনগুলো দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় আটকে পড়ে।

বহু মানুষ নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে না পেরে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকে দেওয়ায় ষড়যন্ত্রের মূল্য দিতে হবে তৃণমূলকে ঃ মোদি

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস)।। মহিলা সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল লোকসভায় আটকে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত ছিল বলে অভিযোগ করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তার মূল্য দিতে হবে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার দার্জিলিং জেলায় এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেরা এর জবাব দেবে। সংসদে আমরা যা দেখেছি, তাতে স্পষ্ট তৃণমূল কংগ্রেস আবারও বাংলার মহিলাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা চায় না, বাংলার মহিলারা বেশি সংখ্যায় বিধায়ক বা সাংসদ হোন। কারণ, বাংলার মহিলারাই তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছেন।"

জনসভায় প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও দাবি উপেক্ষা করার অভিযোগও তোলেন। তাঁর কথায়, "তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে আদিবাসীদের কথা শোনার সময় নেই, কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কথা শোনার সময় রয়েছে। নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার জন্য তারা সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এ কারণে হাইকোর্ট একাধিকবার তাদের ভর্ৎসনা করেছে, তবুও তারা আদালতের কথা শোনে না।"

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফরে অপমানের ঘটনাও তৃণমূলের আদিবাসী বিরোধী মনোভাবের প্রমাণ।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রচারের ফাঁকে রাস্তায় ঝালমুড়ি খেলেন প্রধানমন্ত্রী

রবিবার পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে জনসম্পর্ক অভিযানে ঝালমুড়ি খাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। নির্বাচনী প্রচারের ব্যস্ত সূচির মাঝেই ঝাড়গ্রামে হঠাৎ থেমে জনপ্রিয় বাঙালি স্ট্রিট ফুড ঝালমুড়ির স্বাদ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার পশ্চিমবঙ্গে চারটি নির্বাচনী সভা করতে এসে ঝাড়গ্রামে একটি স্থানীয় দোকানে আচমকা থামেন তিনি। সেখানে ঝালমুড়ি খেতে খেতে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যজুড়ে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সহিংসতার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, ফল প্রকাশের পর তাদের দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে।

দলের দাবি অনুযায়ী, রাজ্যের একাধিক এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে বহু কর্মী-সমর্থক নিরাপত্তার অভাবে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ। ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য এই ঘটনাগুলির তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, "গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে এই ধরনের সহিংসতা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।" তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হবে। গোটা ঘটনায় তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে হুশিয়ারি দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। তাঁর কথায়, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়েছে প্রশাসনের নিকট। নিরীহ জনগণের উপর যারা হামলা চালিয়েছে তাদের নিস্তার দেওয়া হবে না। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় প্রশাসন ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।।এডিসি নির্বাচনের ভোট গণনা পরবর্তী সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসের ঘটনা সামনে আসে। এই ঘটনাগুলিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছেন রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধনকর।

রবিবার আগরতলার পশ্চিম থানায় পরিদর্শন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ভোট গণনার পর যেসব এলাকায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কাজ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সক্ষম হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও জানান, যেসব ব্যক্তি রাজনৈতিক সন্ত্রাসে জড়িত ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর নজরদারি চালানো হবে বলে স্পষ্ট করেন তিনি।

এছাড়াও সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক বলেন, শিলাছড়ি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবার বদলাবে বাংলা ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ পশ্চিমবঙ্গের শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।

সেখানে তিনি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী, বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর সমর্থনে কার্যকর্তাদের সঙ্গে ভোটের কৌশল, বুথ ম্যানেজমেন্ট ও জনসংযোগ কর্মসূচি নিয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বৈঠকে কর্মীদের উদ্যম ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। পরে মন্ত্রী বলেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা দেখছি, তা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। তিনি বলেন বাংলার মানুষ এবার উন্নয়নের পথেই এগোতে প্রস্তুত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই উৎসাহই বঙ্গে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সততার দৃষ্টান্ত !

রাস্তায় পাওয়া আড়াই লাখ টাকার ব্যাগ মালিককে দিলেন ব্যবসায়ী নির্মল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। প্রায় ২.৫ লক্ষ টাকার একটি ব্যাগ রাস্তায় পেয়ে সঠিক মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সততার অনন্য নজির স্থাপন করলেন নির্মল রুদ্র পাল। ঘটনাটি উত্তর চেবরী এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

জানা যায়, গত ১৫ তারিখ উত্তর চেবরীর ব্যবসায়ী নির্মল রুদ্র পাল তার দোকানের নিকটবর্তী রাস্তায় একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি ব্যাগটি তুলে নিজের দোকানে নিয়ে আসেন এবং মালিকের সন্ধানে উদ্যোগী হন। পরবর্তী ৪-৫ দিন ধরে তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে দেন, যাতে প্রকৃত মালিক উপযুক্ত প্রমাণসহ ব্যাগটি সংগ্রহ করতে পারেন।

অবশেষে খোঁজাখুঁজির পর ব্যাগটির মালিকের সন্ধান মেলে। মালিক সুপর্ণা দাস, বাড়ি গনকী। উভয় পক্ষের মধ্যে যাচাই-বাছাইয়ের পর নিশ্চিত হওয়া যায় যে ব্যাগটি তাঁরই। এরপর নির্মল রুদ্র পাল ব্যাগটি মালিকের হাতে তুলে দেন।

জানা গেছে, ব্যাগটির মধ্যে ছিল প্রায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেকারত্ব, নারী নিরাপত্তা সহ একাধিক ইস্যুতে সরকারকে তোপ দাগলো কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে সাংবাদিক সম্মেলন করল প্রদেশ কংগ্রেস। এদিন দলের পক্ষ থেকে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, গত এক দশকেরও বেশি সময়ে দেশে বেকারত্ব উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে বেকারত্বের হার প্রায় ৪৫ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে, যার মধ্যে শিক্ষিত যুবকদের একটি বড় অংশ রয়েছে, বিশেষত ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, কর্মসংস্থানমুখী শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শ্রমিক ছাঁটাই বেড়েছে, এমনকি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে গভীর সংকটের কথা তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, প্রতিদিন গড়ে বহু কৃষক আত্মহত্যা করছেন।

মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে। ২০১৩ সালের তুলনায় গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেলসহ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃদ্ধার রহস্য মৃত্যু, চাঞ্চল্য

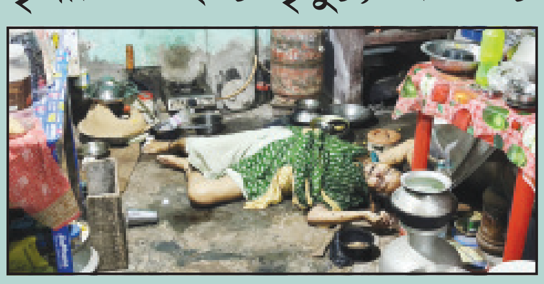

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। নিজ ঘর থেকে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ক্যাম্পের বাজারের নন্দী টিলা এলাকায় লক্ষ্মী কর্মকার (৮০) নামে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, তিনি নিজের বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। তাঁর তিন মেয়ে ও তিন ছেলে অন্যত্র থাকেন। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে এক প্রতিবেশী ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২০ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
৬ বৈশাখ, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

এনার্জি ড্রিঙ্ক'ও ঠান্ডা পানীয় নীরব ঘাতক

২০-৩০ বছর বয়সিদের মধ্যে লিভারের অসুখ হঠাৎ করিয়াই বাড়িতেছে। আগে যাহা দো যাইত বয়স্কদের মধ্যে, এখন সেটাই কম বয়সেও হইতেছে । তরুণ প্রজন্মের অনেকেই পানীয়ের বিপদ সম্পর্কে উদাসীন। সচেতনতার অভাবই বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে।'বর্তমানে আমাদের জীবনযাত্রায় ঠান্ডা পানীয় এবং এনার্জি ড্রিংকস এতটাই মিশিয়া গেছে যে, আমরা এর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিগুলো ভুলিয়া যাই। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, এগুলো লিভারের জন্য একটি "নীরব ঘাতক" ।বেশিরভাগ ঠান্ডা পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টোজ বা "হাই ফ্রুক্টোজ কর্ন সিরাপ" ব্যবহার করা হয় ।আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করিতে পারিলেও, ফ্রুক্টোজ কেবল লিভারই প্রসেস করিতে পারে ।অতিরিক্ত ফ্রুক্টোজ লিভার গ্রহণ করিতে না পারিয়া সরাসরি চর্বিতে রূপান্তর করে। এসব পানীয়তে থাকা অতিরিক্ত চিনি রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। দীর্ঘ সময় ধরিয়া এটি চলিলে লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, যাহা পরে লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াইয়া দেয় ।এনার্জি ড্রিংকসে শুধু চিনি নয়, থাকে অত্যধিক মাত্রায় ক্যাফেইন এবং বিভিন্ন হার্বাল স্টিমুল্যান্ট ।অতিরিক্ত ক্যাফেইন এবং কৃত্রিম উপাদানগুলো লিভারের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে, যাহা লিভারের এনজাইম অস্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারে ।এনার্জি ড্রিংকস শরীরকে জলশূন্য করিয়া ফেলে, যাহা পরোক্ষভাবে লিভারের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা কমাইয়া দেয় ।তৃষ্ণা মেটাইতে ঠান্ডা পানীয়র বদলে ডাবের জল, লেবুর শরবত (চিনি ছাড়া) বা সাধারণ পানি পান করুন ।কোনো পানীয় কিনিবার আগে তাহার সুগার কন্টেন্ট দেখে নিন। মনে রাখিবেন, সুগার ফ্রি মানেই কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়, কারণ সেখানে থাকা কৃত্রিম সুইটনারও লিভারের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে ।শরীর থেকে টক্সিন বের করিতে প্রতিদিন অন্তত ৩-৪ লিটার জল পান করুন ।লিভারে জমে থাকা চর্বি কমাইতে প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ঘাম ঝরানো শরীরচর্চা করুন ।অনেকেই মনে করেন শুধু মদ্যপান করলেই লিভার নষ্ট হয়। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত চিনিযুক্ত পানীয় পান করিবা ফলেও একই ধরনের লিভার ড্যামেজ হইতে পারে।

গরমের দিনে তেষ্টা মেটাইতে পানীয় চাই। আছে কার্বোনেটেড ঠান্ডা পানীয়। ক্লান্ত শরীরে দ্রুত শক্তি জোগাইতে হাতের কাছেই হাজির 'এনার্জি ড্রিঙ্ক'ও। সবই যখন হাতের মুঠোয়, গলায় ঢালতে অসুবিধা কোথায় ?রকমারি পানীয়ের প্রলোভনেই বাড়িতেছে বিপদ! সাম্প্রতিক একাধিক রিপোর্টে স্পষ্ট, এই ধরনের পানীয়ের জেরেই অপেক্ষাকৃত কম বয়সিদের মধ্যে বাড়িতেছে লিভারের অসুখ। দেখা দিতেছে হেপাটাইটিস। আর তাহাতেই উদ্বিগ্ন চিকিৎসকমহল।

এনার্জি ড্রিংক, অ্যালকোহল এবং চিনিযুক্ত পানীয় ঘন ঘন খাওয়ার ফলে লিভারের কার্যকারিতা নষ্ট
হইতেছে। বাড়িতেছে ফ্যাটি লিভারের মতো অসুখ। বিপদ ঘনাইতেছে , কোনও রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই যখন ইচ্ছা তখন এমন পানীয়ে চুমুক দেওয়ায়।

এনার্জি ড্রিংক থেকে কার্বোনেটেড পানীয়, নানা স্বাদে নানা মোড়কে বিক্রি হইতেছে দোকান থেকে অনলাইনে। থাকিতেছে আকর্ষণীয় ছাড়ও। এমন ঠান্ডা পানীয়ের প্রতি ছোট থেকে বড় আকর্ষণ সকলেরই। অনেকেরই ধারণা, পেট আইঢাই করিলে এমন পানীয়ে চুমুক দিলেই মিলিবে উপকার। এতে সাময়িক স্বস্তি মিলিলেও চিকিৎসকেরা মনে করাইতেছেন , অতিরিক্ত খাইলে ক্ষতি হইতে পারে লিভারের। দুশ্চিন্তার কারণ, কার্বোনেটেড পানীয়ের সঙ্গে মিশাইয়া মদ্যপানও। তরুণ প্রজন্মের এমন প্রবণতাই বিপদ বাড়াইতেছে বলিয়া মনে করিতেছেন চিকিৎসকেরা ।চিকিৎসকেরা বলিতেছেন, লিভার এমন একটি প্রত্যঙ্গ, যাহার প্রধান কাজই হইল, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত টক্সিন বা দূষিত পদার্থগুলিকে বার করিয়া দেওয়া। লিভারে বেশি ফ্যাট জমিলে, শরীরের টক্সিন নষ্ট হইতে পারে না, লিভারের মধ্যে জমিতে শুরু করে। ইনসুলিন রিসেপ্টর ঠিকমতো কাজ না করায় ইনসুলিন রেজিট্যান্স তৈরি হয়। মোদ্দা কথায়, লিভারের সমস্যা সামান্য অবহেলায় হইয়া উঠিতে পারে বিপজ্জনক, এমনকি প্রাণঘাতীও।   অতিরিক্ত এনার্জি ড্রিংক খাওয়ার ফলে হেপাটাইটিসের মতো অসুখ বাড়িতেছে, আচমকাই মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে নিয়াসিন বা ভিটামিন বি ৩-এর , যাহার ফলে তৈরি
হইতেছে হেপাটোটক্সিসিটি। চিনি, রাসায়নিক-সহ নানা ধরনের ফ্লেভার মিশ্রিত এনার্জি ড্রিংক এর কারণ। এই ধরনের পানীয় লিভারে চর্বির মাত্রা বাড়াইয়া দিতে পারে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহের কারণেও নেপথ্যে থাকে পানীয়ের নানাবিধ উপকরণ। নিয়ম করিয়া তাহা শরীরে গেলে লিভারের ক্ষতি অনিবার্য ।চিকিৎসকেরা বলিতেছেন, নিয়ম করিয়া এই ধরনের পানীয় এবং তাহা যদি অ্যালকোহলের সঙ্গে খাওয়া হয়, সঙ্গে থাকে ভাজাভুজি, ক্ষতির মাত্রা আরও কয়েক গুণ বাড়িয়া যায়। অ্যালকোহল না খাইলেও, নিয়ম করিয়া এই ধরনের পানীয় এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবণতা ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বাড়াইয়া দিতে পারে। দেশের শহরাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে অন্তত ২৫-৩০ শতাংশই ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় ভুগিতেছেন।

সরকারি যন্ত্রকে রাজনৈতিক প্রচারে ব্যবহার, মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মমতার

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারি যন্ত্রকে রাজনৈতিক প্রচারের কাজে ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

রবিবার হুগলির তারকেশ্বরে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "গতকাল সরকারি যন্ত্রকে বিজেপির প্রচারের জন্য অপব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাব। এটি নির্বাচনী আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন।"

শনিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের কড়া আক্রমণ করে মন্তব্য করেছিলেন, দেশের মহিলারা তাদের 'অপরাধের শাস্তি' দেবে। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনাকে দেশের মানুষের কাছে জবাব দিতে হবে যে আপনি নিজের দলের জন্য বেআইনি প্রচার করছেন।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও প্রশ্ন তোলেন, "২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়ার পরেও কেন তা এখনও কার্যকর করা হয়নি?"

তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্র সরকার লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে ডিলিমিটেশন বিল যুক্ত করেছে। তাঁর কথায়, "প্রয়োজনীয় সংখ্যা না থাকা সত্ত্বেও তারা বিল আনতে সাহস দেখিয়েছে এবং লোকসভায় পরাজয়ের মুখে পড়েছে। বিজেপির পতন শুরু হয়ে গিয়েছে।"

সভা থেকে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন, "লোকসভাতেই রায় দিয়ে দিয়েছে মানুষ। এই সরকার আর টিকবে না, পতন শুরু হয়ে গিয়েছে।"

আধুনিক শারীরবিদ্যার জনক উইলিয়াম হার্ভের রক্তসঞ্চালনের যুগান্তকারী ঘটনা

কাজী আকাশ

প্রায় চার শ বছর আগের কথা। কারো প্রচণ্ড জ্বর, মাথাব্যথা বা কোনো বড় অসুখ হলে চিকিৎসকেরা এক অদ্ভুত কাজ করতেন। ধারালো ছুরি দিয়ে রোগীর হাত বা পা কেটে গলগল করে রক্ত বের করে দিতেন! এই ভয়ংকর পদ্ধতির নাম ছিল ব্লাডলেটিং। সে যুগে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, আমাদের শরীর প্রতিনিয়ত নতুন রক্ত তৈরি করে। অসুস্থ হওয়ার মূল কারণও শরীরে জমে থাকা খারাপ রক্ত। তাই সেই খারাপ রক্ত শরীর থেকে বের করে দিলেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে! প্রায় ১ হাজার ৪০০ বছর ধরে পুরো পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসক এই ভুল ধারণাটিকেই অন্ধের মতো বিশ্বাস করে আসছিলেন। প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেন প্রথম এই তত্ত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আমাদের যকৃৎ মানুষের খাওয়া খাবার থেকে প্রতিনিয়ত রক্ত তৈরি করে এবং সেই রক্ত আমাদের শরীরের শিরা-উপশিরা দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে যায়। অঙ্গগুলো সেই রক্তকে জ্বালানির মতো ব্যবহার করে। অর্থাৎ, দেহে রক্ত তৈরি হয়, ব্যবহৃত হয় এবং শেষ হয়ে যায়।

গ্যালেনের এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই শতাব্দীর পর শতাব্দী চলছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান। এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই ইবনে সিনার দ্য ক্যানন অব মেডিসিন- এ শরীরবৃত্তীয় অনেক নিখুঁত বর্ণনা থাকার পরও গ্যালেনের মূল ধারণার বাইরে তখনো খুব বেশি যাওয়া সম্ভব হয়নি। ইবনে সিনার লেখা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই দ্য ক্যানন অব মেডিসিনছবি: উইকিপিডিয়া তবে ১৩ শতকে ইবনে আল- নাফিস নামে আরেক প্রতিভাবান আরব বিজ্ঞানী প্রথমবারের মতো প্রমাণ করেছিলেন, রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে যায় এবং সেখানে বাতাস থেকে বিশুদ্ধ হয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। কিন্তু ইউরোপীয় চিকিৎসকদের কাছে তাঁর সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার তখনো পৌঁছায়নি। গ্যালেনের সেই প্রাচীন এবং ভুল ধারণার বিশাল পাহাড় যিনি একা হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আধুনিক শারীরবিদ্যার জনক উইলিয়াম হার্ভে। আজ ১ এপ্রিল, এই মহান বিজ্ঞানীর জন্মদিন। চলুন, আজ এই বিজ্ঞানীর আবিষ্কার এবং তাঁর জীবনের গল্প জেনে নিই! ১৩ শতকে ইবনে আল-নাফিস নামে প্রতিভাবান আরব বিজ্ঞানী প্রথমবারের মতো প্রমাণ করেছিলেন, রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে যায় এবং সেখানে বাতাস থেকে বিশুদ্ধ হয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

দুই

১৫৭৮ সালের ১ এপ্রিল ইংল্যান্ডের ফোকস্টোন শহরের এক সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন উইলিয়াম হার্ভে। ছোটবেলা থেকেই তাঁর চারপাশে ঘটে যাওয়া সাধারণ জিনিসগুলো নিয়ে কৌতূহলের কোনো শেষ ছিল না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ১৫৯৯ সালে তিনি পাড়ি জমান ইতালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে যুগে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পুরো ইউরোপের চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং গবেষণার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। হার্ভে যখন সেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে ক্লাস নিতেন আধুনিক বিজ্ঞানের জনক গ্যালিলিও গ্যালিলি! তিনিও তখন চারপাশের প্রকৃতিকে গণিতের চোখে দেখা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করার এক নতুন যুগ শুরু করেছিলেন। গ্যালিলিওর এই যৌক্তিক এবং পরীক্ষামূলক চিন্তাধারা হার্ভের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। পাদুয়ার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্ভের অ্যানাটমি শিক্ষক ছিলেন জিরোলামো ফ্যাব্রিচি। তিনি মানুষের শরীরের শিরা-উপশিরা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একটি অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, মানুষের শিরার ভেতরে ছোট ছোট কপাটিকা আছে।

কপাটিকা আবার কী জিনিস? ধরুন, এমন একটি দরজা, যা শুধু একদিকেই খোলে। আপনি ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবেন, কিন্তু ভেতর থেকে ধাক্কা দিলে দরজা আর খুলবে না। শিরার ভেতরের এই কপাটিকাগুলো ঠিক এই কাজটাই করে। কিন্তু ফ্যাব্রিচি বুঝতে পারেননি এই দরজাগুলোর আসল কাজ কী! তিনি ভেবেছিলেন, লিভার থেকে তৈরি হওয়া রক্ত যাতে খুব দ্রুত শরীরের নিচের দিকে নেমে না যায়, শুধু রক্তের গতি কমানোর জন্যই হয়তো এই দরজাগুলো আছে।হার্ভে যখন পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে ক্লাস নিতেন আধুনিক বিজ্ঞানের জনক গ্যালিলিও গ্যালিলি! কিন্তু তরুণ ছাত্র উইলিয়াম হার্ভের মন এই ব্যাখ্যায় সায় দিল না। তাঁর মনে হলো, এই দরজাগুলোর পেছনে নিশ্চয়ই আরও বড় কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে! ১৬০২ সালে পাদুয়া থেকে ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রি নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন হার্ভে। তিনি লন্ডনের বিখ্যাত সেন্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেই সঙ্গে নিজের বাসায় শুরু করেন নানা রকম প্রাণী নিয়ে গবেষণা। তাঁর একটি বড় গুণ ছিল, তিনি শুধু মৃত প্রাণীর শরীরই কাটাকাটি করতেন না, বরং ব্যাঙ বা মাছের মতো জীবন্ত প্রাণীর হৃৎপিণ্ড কীভাবে ধুকপুক করে, তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে পর্যবেক্ষণ করতেন। গ্যালিলিওর দর্শনে প্রভাবিত হয়ে হার্ভে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। তিনি অ্যানাটমির সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন গণিতকে! প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেনছবি: ব্রিটানিকা

গ্যালেনের তত্ত্ব অনুযায়ী লিভার যদি প্রতিনিয়ত নতুন রক্ত তৈরি করে এবং শরীর যদি তা গ্রহণ করে, তবে লিভারকে প্রতিদিন ঠিক কতটুকু রক্ত তৈরি করতে হবে, হার্ভে এই হিসাবটি কষতে বসলেন। তিনি দেখলেন, মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭২ বার সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। একে এখন আমরা হার্টবিট বলি। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনে যদি অন্তত ২ আউন্স বা প্রায় ৫৬ গ্রাম রক্ত পাম্প হয়ে বের হয়, তবে এক ঘণ্টায় হৃৎপিণ্ড পাম্প করে প্রায় ৮ হাজার ৬০০ আউন্স রক্ত। অর্থাৎ প্রায় ২৫০ কেজি! হার্ভে অবাক হয়ে দেখলেন, একটি মানুষের সারা দিনের খাবার থেকেও এই বিপুল পরিমাণ রক্ত তৈরি করা লিভারের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদি গ্যালেনের কথা সত্যি হতো, তবে প্রতিদিন মানুষের শরীর এই বিপুল পরিমাণ রক্ত তৈরি করতে গিয়ে আক্ষরিক অর্থেই ফেটে যেত!

এই জাদুকরী সমীকরণ থেকে হার্ভে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আমাদের লিভার প্রতিনিয়ত নতুন রক্ত তৈরি করে না এবং আমাদের শরীরও সেই রক্তকে দেহের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে না। বরং, আমাদের শরীরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তই আছে, যা হৃৎপিণ্ড নামের পাম্পিং মেশিনের সাহায্যে একটি বদ্ধ চক্রের মতো বারবার পুরো শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এটাই হলো রক্তসঞ্চালন। ১৬০২ সালে পাদুয়া থেকে ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রি নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন হার্ভে। তিনি লন্ডনের বিখ্যাত সেন্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

তিন

হার্ভে শুধু অঙ্ক কষেই থেমে থাকলেন না। তিনি মানুষের শরীরের ওপর অত্যন্ত সহজ কিন্তু দারুণ কিছু পরীক্ষা চালালেন। প্রায় ৪০০ বছর আগের সেই পরীক্ষা এখন আপনি ঘরে বসে নিজেও করতে পারবেন! তিনি একজন মানুষের হাতের ওপরের অংশে, অর্থাৎ কনুইয়ের কিছুটা ওপরে একটি দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধলেন। একে বলা হয় টুর্নিকেট। শক্ত করে বাঁধার পর তিনি দেখলেন, দড়ির নিচের অংশে থাকা হাতের শিরাগুলো ফুলে উঠছে। কারণ শিরা দিয়ে রক্ত ওপরের দিকে, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দিকে ওঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু দড়ির বাধার কারণে আর যেতে পারছে না। হাতে দড়ি বেঁধে শিরার ওপর চাপ দিয়ে হৃদস্পন্দন মাপতেন হার্ভেছবি: রিসার্চ গেট

এরপর তিনি একটি আঙুল দিয়ে ফুলে থাকা শিরার ওপর চাপ দিলেন। দেখলেন, শিরার রক্ত শুধু একদিকেই প্রবাহিত হয়, কোনোভাবেই উল্টো দিকে বা হাতের আঙুলের দিকে ফিরে যায় না। কারণ ফ্যাব্রিচির আবিষ্কার করা সেই কপাটিকা বা একমুখী দরজাগুলো রক্তকে উল্টো পথে যেতে দেয় না! হার্ভে একজন মানুষের হাতের ওপরের অংশে, অর্থাৎ কনুইয়ের কিছুটা ওপরে একটি দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধলেন। একে বলা হয় টুর্নিকেট। এই পরীক্ষাটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করল, আমাদের শরীরের ধমনি দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিরা দিয়ে সেই রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডেই ফিরে আসে। রক্ত কোথাও শেষ হয়ে যায় না, বরং এটি একটি বৃত্তের মতো সারা জীবন আমাদের শরীরে ঘুরতে থাকে। টানা ১২ বছর ধরে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর, নিজের তত্ত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে ১৬২৮ সালে জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট থেকে হার্ভে একটি বই প্রকাশ করেন। ল্যাটিন ভাষায় লেখা সেই বইটির নাম ছিল এক্সারসিটাসিও অ্যানাটোমিক্যা ডি মটু কর্ডিস এট স্যাঙ্গুইনিস ইন অ্যানিমালিবাস। সংক্ষেপে বলা হতো ডি মোটু কর্ডিস। এর মানে প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও রক্তের গতিবিধি নিয়ে শারীরবৃত্তীয় গবেষণা। উইলিয়াম হার্ভের লেখা বই এক্সারসিটাসিও অ্যানাটোমিক্যা ডি মটু কর্ডিস এট স্যাঙ্গুইনিস ইন অ্যানিমালিবাসছবি: অ্যাবে বুক

মাত্র ৭২ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট বইটি ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন! এই বইয়ে তিনি প্রথমবার সম্পূর্ণ রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান, আমাদের হৃৎপিণ্ড একটি পেশিবহুল পাম্পিং মেশিন। এর সংকোচন এবং প্রসারণের ফলেই রক্ত পুরো শরীরে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। টানা ১২ বছর ধরে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর, নিজের তত্ত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে ১৬২৮ সালে জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট থেকে হার্ভে একটি বই প্রকাশ করেন।

চার

যেকোনো নতুন আবিষ্কারের শুরুতে যা হয়, হার্ভের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ১ হাজার ৪০০ বছরের পুরোনো অন্ধবিশ্বাস ভেঙে দেওয়ায় সমসাময়িক চিকিৎসকেরা হার্ভেকে পাগল আখ্যা দিলেন। অনেক রোগী তাঁর কাছে চিকিৎসা নিতে আসা বন্ধ করে দিল। তাঁকে ব্যঙ্গ করে অনেকেই ডাকতে শুরু করল সার্কুলেটর বলে! সে যুগে ল্যাটিন ভাষায় সার্কুলেটর মানে হাতুড়ে ডাক্তার। হার্ভে ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা প্রথম জেমস এবং পরবর্তীকালে রাজা প্রথম চার্লসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেনছবি: উইকিপিডিয়া কিন্তু হার্ভে অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলেন যে, তিনি ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা প্রথম জেমস এবং পরবর্তীকালে রাজা প্রথম চার্লসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজপরিবারের এই সরাসরি সমর্থন থাকায় সমালোচকেরা তাঁর খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি। রাজা প্রথম চার্লস বিজ্ঞান গবেষণায় দারুণ আগ্রহী ছিলেন। তিনি হার্ভেকে তাঁর এই গবেষণার জন্য রাজকীয় হরিণ পার্ক থেকে অসংখ্য হরিণ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। হার্ভে প্রমাণ করেছিলেন, ধমনি দিয়ে রক্ত শরীরে যায় এবং শিরা দিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু ধমনি ও শিরার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তাটা ঠিক কোথায়? হার্ভে এই সংযোগকারী রাস্তাটি তাঁর নিজের চোখে দেখে যেতে পারেননি। কারণ এই রাস্তাগুলো এতই সূক্ষ্ম যে খালি চোখে তা দেখা অসম্ভব। হার্ভে তাঁর বইয়ে অনুমান করেছিলেন, মাংসপেশির ভেতরে নিশ্চয়ই এমন কোনো স্পঞ্জের মতো সূক্ষ্ম জালিকা আছে, যা ধমনি এবং শিরাকে যুক্ত করে।

হার্ভে অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলেন যে, তিনি ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা প্রথম জেমস এবং পরবর্তীকালে রাজা প্রথম চার্লসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৬৫৭ সালের ৩ জুন, ৭৯ বছর বয়সে এই মহান বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়। হার্ভের মৃত্যুর ঠিক চার বছর পর, ১৬৬১ সালে ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্সেলো মালপিঘি একটি নতুন যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাঙের ফুসফুস পরীক্ষা করছিলেন। যন্ত্রটির নাম ছিল মাইক্রোস্কোপ! সেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে চোখ রাখতেই মালপিঘি দেখতে পেলেন সেই জাদুকরী দৃশ্য। তিনি দেখলেন, ধমনিগুলো সরু হতে হতে জালের মতো সূক্ষ্ম রক্তনালিতে পরিণত হয়েছে এবং সেই জালের অপর প্রান্ত যুক্ত হয়েছে শিরার সঙ্গে। এই জালের মতো সূক্ষ্ম নালিগুলোর নাম দেওয়া হলো ক্যাপিলারি বা কৈশিক জালিকা। মার্সেলো মালপিঘির আঁকা ব্যাঙের ফুসফুসের চিত্রছবি: ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এনসাইক্লোপিডিয়া মালপিঘির এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে উইলিয়াম হার্ভের সেই রক্তসঞ্চালনের যুগান্তকারী মডেলটি সম্পূর্ণতা পেল। আজ আমরা খুব সহজেই জানি, আমাদের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড নামের ছোট্ট মেশিনটি অবিরাম কাজ করে চলেছে। আর এই সত্যটিকে প্রমাণ করতে আজ থেকে চার শ বছর আগে উইলিয়াম হার্ভেকে যে বৈজ্ঞানিক সংগ্রাম ও সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছিল, তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ইরান যুদ্ধ থেকে কে কী পেতে চাইছে?

ফ্রাঙ্ক গার্ডনার

বিশ্বের সবাই না হলেও অধিকাংশ মানুষই চান ইরানের সাথে এই যুদ্ধ যত দ্রুত সম্ভব শেষ হোক। কিন্তু কোন শর্তে? এই যুদ্ধ ঘিরে একেকটি দেশের একেকরকম অবস্থান রয়েছে। ফলে যুদ্ধের কীভাবে অবসান হবে, তা নিয়ে তাদের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র— প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধের লক্ষ্যগুলো কিছুটা অস্পষ্ট। কখনো তাকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি কেবল সীমিত করার পক্ষে, কখনো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সব দাবি মেনে নেওয়ার চাপে, আবার কখনো ইসলামি প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন ঘটানোর অবস্থানে দোদুল্যমান দেখা গেছে।

এখন পর্যন্ত ইরানের পতন ঘটেনি, দেশটি আত্মসমর্পণও করেনি। তবে ১৬ দিনের টানা নিখুঁত বোমা হামলায় দেশটির সামরিক বাহিনী মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওমানের মধ্যস্থতায় ফেব্রুয়ারিতে জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যে পরোক্ষ আলোচনা চলছিল, তাতে পারমাণবিক বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছিল। ওমানি কর্মকর্তাদের মতে, তেহরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে না, এমন নিশ্চয়তা দিয়ে ইরান বড় ধরনের ছাড় দিতেও প্রস্তুত ছিল। তবে ইরান যা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি ছিল না, তা হলো তাদের ব্যালিস্টিক মিসাইল কর্মসূচি এবং ইয়েমেনের হুথি বা লেবাননের হেজবুল্লাহর মতো আঞ্চলিক ছায়াগোষ্ঠীগুলোকে দেওয়া সমর্থন বন্ধ করা।

ওয়াশিংটন এবং তাদের মিত্রদের জন্য আদর্শ পরিস্থিতি হতো যদি এই যুদ্ধের মাধ্যমে আয়াতুল্লাহদের শাসনের অবসান ঘটে এবং দ্রুত সেখানে একটি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার আসে; যারা নিজেদের জনগণ বা প্রতিবেশীদের জন্য আর হুমকি হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দ্বিতীয় সেরা ফলাফল হতে পারতো যদি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র তাদের আচরণ পরিবর্তন করে, নাগরিকদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে এবং ওই অঞ্চলের উগ্রপন্থী মিলিশিয়াদের সমর্থন দেওয়া বন্ধ করে।

তবে ইরান যখন তাদের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মোজতবা খামেনিকে বেছে নিয়েছে, তখন সেটি হওয়ার সম্ভাবনা কমই মনে হচ্ছে। কট্টরপন্থী প্রয়াত পূর্বসূরি আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ছেলে মোজতাবাকে বেছে নেওয়া ওয়াশিংটনকে ক্ষুব্ধ করারই নামান্তর।

বিশ্ববাজারে তেলের ক্রমবর্ধমান দাম, হরমুজ প্রণালি আংশিক রুদ্ধ হওয়া এবং আমেরিকার আবারও মধ্যপ্রাচ্যের এক ব্যয়বহুল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া নিয়ে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে বাড়তে থাকা অস্বস্তি-সব মিলিয়ে যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর চাপ বাড়ছে।

কিন্তু তেহরানের শাসনব্যবস্থা যদি দমে না গিয়ে অবাধ্যই থেকে যায়, তবে ট্রাম্পের পক্ষে এই যুদ্ধকে ব্যর্থতা ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে তুলে ধরা কঠিন হবে।

ইরান চায় যুদ্ধ যত দ্রুত সম্ভব থামুক, তবে যেকোনো মূল্যে নয়। অর্থাৎ ওয়াশিংটনের সব দাবি মেনে নিয়ে নয়। তারা জানে যে, এই যুদ্ধে ট্রাম্পের চেয়ে বেশি সময় টিকে থাকার মতো "কৌশলগত ধৈর্য" সম্ভবত তাদের আছে; তার ওপর ভৌগোলিক অবস্থানও তাদের অনুকূলে। উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে ইরানের উপকূলরেখা দীর্ঘতম। সরু হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল সরবরাহ হয়, যেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাহাজ চলাচলে হুমকি সৃষ্টি করার সক্ষমতা ইরানের রয়েছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে যে যুদ্ধ ট্রাম্প শুরু করেছেন, তার পরিণতি সামাল দিতে তিনি অন্যান্য দেশের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে খুব একটা সাড়া মিলছে না। যুক্তরাজ্য, ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশগুলো তাদের নৌবাহিনীকে ঝুঁকির মুখে ফেলে হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজকে পাহারা দিতে নারাজ, কারণ শুরু থেকেই তারা এই যুদ্ধের পক্ষে ছিল না। আনুষ্ঠানিকভাবে ইরান বলছে, যুদ্ধ শেষ হতে হবে এই অকাট্য গ্যারান্টির মাধ্যমে যে তাদের ওপর আর হামলা হবে না।

পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বিমান হামলায় যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণও তারা চায়।

ইরান সম্ভবত জানে যে এর কোনোটিই তারা পাবে না।

কিন্তু ইরানের ইসলামি নেতৃত্ব এবং রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর (আইআরজিসি) যদি কেবল এই সংঘাতে টিকে থাকতে পারে, তবেই তারা নিজেদের জনগণ ও বিশ্বের কাছে একে বিজয় হিসেবে তুলে ধরতে পারবে।

ইসরায়েল যুদ্ধে জড়িত তিনটি দেশ-যুক্তরাষ্ট্র, ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যে ইসরায়েলিদের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ করার তাড়া সবচেয়ে কম মনে হচ্ছে।

তারা ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইলের মজুদ, গুদাম, কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার, রাডার স্টেশন এবং আইআরজিসি ঘাঁটিগুলো যতটা সম্ভব ধ্বংস হতে দেখতে চায়।

অবশ্য যুদ্ধ থামলে এসবই আবার পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব।

তাই ইসরায়েল চায় ইরান এটা বুঝুক যে, পুনর্নির্মাণের চড়া মূল্য দিতে হবে-অর্থাৎ ইসরায়েলি বিমানবাহিনী কয়েক মাস পর আবারও ফিরে এসে সেগুলোতে বোমা ফেলতে সক্ষম।

ইসরায়েল ইরানের মিসাইল এবং বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচিকে তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে।

যুদ্ধ শুরুর আগে পর্যন্ত ইরানের অত্যন্ত উন্নত নিজস্ব মিসাইল ও ড্রোন শিল্প ছিল (ইরান তাদের মিত্র রাশিয়াকে শাহেদ ড্রোন সরবরাহ করেছিল যা ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে)।

এছাড়া ইরান ৬০ শতাংশ বিশুদ্ধতায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে, যা বেসামরিক পারমাণবিক শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার এই দ্বিমুখী হুমকিকে এমন কিছু হিসেবে দেখছে যার সঙ্গে ইসরায়েল আপস করতে পারে না।

উপসাগরীয় দেশসমূহ

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত এবং ওমান-এই আরব দেশগুলো ভেবেছিল তারা সমুদ্রের ওপারের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন।

ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে সমর্থন না জানানো সত্ত্বেও তারা ইরানের ড্রোন ও মিসাইল হামলার শিকার হচ্ছে-এতে তারা ক্ষুব্ধ।

কেবল সোমবারের প্রথম কয়েক ঘণ্টাতেই সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, তারা তাদের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ছোঁড়া ৬০টিরও বেশি প্রজেক্টাইল ভূপাতিত করেছে।

এক উপসাগরীয় কর্মকর্তা আমাকে বলেন, 'সীমারেখা অতিক্রম করা হয়েছে। তেহরানের সঙ্গে আমাদের আর কোনো আস্থা নেই এবং এর পর তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় খুঁদে শিল্পীদের নিয়ে এক বসে আকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): ডিলিমিটেশন বিল ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন বলে অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে নিজের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সবসময়ই লোকসভা ও রাজ্যসভায় মহিলাদের বেশি প্রতিনিধিত্বের পক্ষে। তিনি দাবি করেন, "তৃণমূল কংগ্রেস বরাবরই মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেছে। লোকসভায় আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৩৭.৯ শতাংশই মহিলা এবং রাজ্যসভায় ৪৬ শতাংশ মহিলা সদস্য মনোনীত।"

তিনি আরও বলেন, "মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে আমাদের বিরোধিতার প্রশ্নই ওঠে না।"

প্রসঙ্গত, সংবিধানের ১৩১তম সংশোধনী বিল এবং ডিলিমিটেশন বিল পাস করাতে ব্যর্থ হওয়ার পর শনিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেই ভাষণে বিরোধীদের কড়া আক্রমণ করে তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধীরা মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের ধারণাকেই 'ধ্বংস' করেছে।

এই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মূলত ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে। তাঁর অভিযোগ, "মহিলাদের আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে কেন্দ্র সরকার নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ডিলিমিটেশন চাপিয়ে দিতে চাইছে।" তিনি আরও দাবি করেন, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বদলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্যোগকে "ফেডারেল গণতন্ত্রের উপর আঘাত" বলেও অভিহিত করেন এবং জানান, তৃণমূল কংগ্রেস এই বিষয়ে নীরব থাকবে না। এছাড়া তিনি প্রশ্ন তোলেন, ২০২৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস হওয়ার পর প্রায় তিন বছর অপেক্ষা করে এখন কেন তড়িঘড়ি এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে যখন একাধিক রাজ্যে নির্বাচন চলছে।

প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "পরের বার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলে সংসদের ভিতর থেকে বলার সাহস দেখান, যেখানে জবাবদিহি ও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।"

পুরুলিয়ায় সভা থেকে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ মোদীর, আদিবাসী উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলি গত ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে পিছিয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার পুরুলিয়া জেলায় আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলি গত ১৫ বছরে ক্রমাগত পিছিয়ে গিয়েছে। এই সব এলাকায় স্কুল, রাস্তা ও পানীয় জলের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। অবৈধ খনন পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।" তিনি পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় ও সীতাকুণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "এই ভূমিতে মানুষ পানীয় জলের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন, কৃষকরা অসহায় অবস্থায় রয়েছেন।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকারের 'অমানবিক' নীতির কারণে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প আটকে রয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র আলাদা মন্ত্রক গঠন করেছে। তিনি দাবি করেন, বিজেপি শাসনেই দেশ প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি পেয়েছে এবং ওড়িশা ও অসমে প্রথম আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে।

পুরুলিয়ার সভায় জনসমাগম নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মোদী বলেন, "এই ভিড়ই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন করবে।"

তিনি অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছরে রাজ্যে 'দুর্নীতি ও ভয় দেখানোর রাজত্ব' চলেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজের প্রতি অবিচারের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "রাজ্যের সরকার আদিবাসীদের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করেছে এবং তাদের সঙ্গে অবিচার করেছে।"

কেন্দ্রীয় প্রকল্প, বিশেষ করে রেল প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার বাধা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই প্রকল্পগুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে তৃণমূলকে হারানো জরুরি।"

সভা থেকে পুরুলিয়ার মানুষকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, লোকসভায় যেমন বিজেপি সাংসদকে নির্বাচিত করা হয়েছে, তেমনই বিধানসভাতেও বিজেপি প্রার্থীদের জিতিয়ে আনতে হবে এবং রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী গঠনের সুযোগ দিতে হবে।

INDRA SENA REDDY NALLU
इंद्र सेना रेड्डी नल्लू
ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু

GOVERNOR TRIPURA

LOK BHAVAN
Agartala-799 010
Tel. : 0381-2414091
Fax : 0381-2418758
E-mail : lokbhavantripura@gmail.com
E-mail : lokbhavan.agt@tripura.gov.in

No.F.1(6)/LB/Msg/2022
18th April, 2026

MESSAGE

It gives me immense pleasure to convey my warm greetings and best wishes to the people of Tripura on the auspicious occasion of "Garia Puja" Festival.

It is one of the major festivals of Tripura, celebrated in the month of April and on the 7th day of Boishakh. The Lord Garia, the deity of livestock and wealth, is considered to be benevolent spirit of household. It symbolises devotion and prosperity. May this festival bring joy, happiness, love and brotherhood amongst the people of Tripura.

ICA/D-59/26

N Indrasena 18.4.2026

(Indra Sena Reddy Nallu)

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender/Quotation in plain paper are hereby invited by the undersigned (Buyer) on behalf of this Corporation from reputed Supplier/Manufacturer/ authorized Dealer (seller) for the following item to TTDC

Specification of Items	Required qty
3 Layer - Roll form 12 micron polyester and 12 micron metalized polyester Poly /150 gauge Natural poly with 4-6 color printing as TRIPURESWARI TEA in Roll form as per sample available with this Corporation. Pouch size- 100 gms: 260 mm (W) X 170 mm (L)	5000 kgs

The date for dropping/receiving of tender w.e.f 20-04-2026 to 30-04-2026 upto 3:00 PM and the tender will be opened at 4:00 PM on 30-04-2026, if possible. For details terms & conditions of tender please visit Tripura Govt. Portal-www.tripura.gov.in/ https://ttdcltd.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala- 799001.
ICA/C/84/26

Managing Director.
TTDC Ltd.

PRESS NIET. NO. 01/EE/DWS/DIVN/UDP/2026-27 Dated. 16-04-2026

The Executive Engineer, DWS Division, Udaipur, Gomati Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD or CPWD /MES /Railway [Eligibility criteria as per SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work:-

Sl. No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No. 01/EE/DWS/DIVN/UDP/2026-27	₹ 9,56,852.00	₹ 19,137.00
2	DNIeT No. 02/EE/DWS/DIVN/UDP/2026-27	₹ 13,33,881.00	₹ 26,678.00
3	DNIeT No. 03/EE/DWS/DIVN/UDP/2026-27	₹ 1,18,315.00	₹ 2,366.00
4	DNIeT No. 04/EE/DWS/DIVN/UDP/2026-27	₹ 9,70,032.00	₹ 19,401.00
5	DNIeT No. 05/EE/DWS/DIVN/UDP/2026-27	₹ 1,74,385.00	₹ 3,488.00

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 23- 04-2026
Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 23-04-2026 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/ Kakraban/ Killa/ Rig and the website https://www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/79/26

Executive Engineer
DWS Division, Udaipur Gomati District, Tripura

আই-প্যাকের কার্যক্রম স্থগিতের জল্পনা উড়িয়ে দিল তৃণমূল

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস রবিবার দাবি করেছে, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক কর্ম কমিটি (আই-প্যাক)-এর কার্যক্রম ২০ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে খবর ছড়িয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দলীয় তরফে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আই-প্যাকের পশ্চিমবঙ্গ টিম সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করছে এবং রাজ্যজুড়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচার চালাচ্ছে। এই ধরনের খবর ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা।"

বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়েছে, "বাংলার মানুষ এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার বুঝতে সক্ষম। তাঁরা গণতান্ত্রিকভাবে জবাব দেবেন। ২৩ ও ২৯ তারিখের ভোট এবং ৪ মে ফলাফলেই তার প্রতিফলন দেখা যাবে।"

তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আই-প্যাকের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি সামনে আসেনি।

এর আগে খবর ছড়ায়, ২০২০ সাল থেকে তৃণমূলের নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণে যুক্ত আই-প্যাক নাকি আইনি জটিলতার কারণে পশ্চিমবঙ্গে তাদের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি কলকাতা অফিসের কর্মীদের ২০ দিনের ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে বলেও জানা যায়। একটি ই-মেইল বার্তায় নাকি জানানো হয়েছিল, "কিছু আইনি সমস্যার কারণে পশ্চিমবঙ্গে কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হচ্ছে। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তদন্তে সহযোগিতা করছি।"সেই ই-মেইলে আরও উল্লেখ ছিল, ২০ দিনের ছুটির পর ১১ মে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে।

এই পরিস্থিতিতে আই-প্যাকের ভূমিকা ও বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়লেও, তৃণমূল কংগ্রেস তা সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করেছে।

ভোটের আগে তামিলনাড়ুতে বড় প্রশাসনিক রদবদল, আইজিপি সেন্থিল ভেলানকে সরানোর নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

চেন্নাই, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র পাঁচ দিন বাকি থাকতে বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের আইজিপি পদ থেকে কেএ সেন্থিল ভেলানকে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার জারি হওয়া নির্দেশে কমিশন জানায়, ২০০৪ ব্যাচের আইপিএস অফিসার অবিনাশ কুমারকে অবিলম্বে নতুন আইজি (ইন্টেলিজেন্স) হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে।

ইসিআই সচিব মধুসূদন গুপ্ত স্বাক্ষরিত নির্দেশে বলা হয়েছে, রবিবার বিকেল ৫টার মধ্যে অবিনাশ কুমার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেনএমন রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে জমা দিতে হবে।

একই সঙ্গে প্রাক্তন আইজিপি সেন্থিল ভেলানকে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্বাচন-সংক্রান্ত দায়িত্ব না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই নির্দেশ তামিলনাড়ুর মুখ্যসচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং প্রধান নির্বাচনী আধিকারিককেও এর কপি দেওয়া হয়েছে, যাতে দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা যায়।

সূত্রের খবর, নির্বাচনের সময় এই ধরনের প্রশাসনিক রদবদল অস্বাভাবিক নয়। নির্বাচন কমিশন অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা আধিকারিকদের বদলি করে থাকে, যাতে কোনও পক্ষপাত বা প্রভাবের অভিযোগ না ওঠে।

উল্লেখ্য, তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই প্রচার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে। নির্বাচনকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্যের প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার উপর কড়া নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন। রবিবারের এই নির্দেশ সেই নজরদারিরই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।

চারধাম যাত্রার সূচনা, আজ খুলল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী মন্দিরের দ্বার; শুভেচ্ছা জানালেন পুষ্কর সিং ধামি

দেহরাদুন, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র দিনে রবিবার খুলে গেল শ্রী যমুনোত্রী ধাম ও শ্রী গঙ্গোত্রী ধামের দ্বার। এর মধ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল চলতি বছরের চারধাম যাত্রা।

মন্দিরগুলি ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে এবং নিরাপত্তার জন্য নেওয়া হয়েছে কড়া ব্যবস্থা।

ইতিমধ্যেই মুখবা গ্রাম থেকে দেবী গঙ্গার ডোলি এবং খরসালি গ্রাম থেকে দেবী যমুনার ডোলি শোভাযাত্রার মাধ্যমে মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও ভক্তিভাব।

"জয় মা গঙ্গে" ধ্বনিতে মুখরিত ছিল গোটা এলাকা। ঢোল-দামাউ ও রনসিঙ্গার মতো ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে এগিয়ে চলে শোভাযাত্রা। বহু ভক্ত, পুরোহিত, সাধু-সন্ন্যাসী ও প্রশাসনিক আধিকারিক এতে অংশ নেন।

রবিবার মন্দির প্রাঙ্গণে দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করা হবে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এক্স (সাবেক টুইটার)-এ পোস্ট করে জানান, "আজ অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র দিনে শ্রী গঙ্গোত্রী ও শ্রী যমুনোত্রী ধামের দ্বার পূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গেই শুরু হচ্ছে চারধাম যাত্রা-২০২৬।"

তিনি আরও বলেন, যাত্রাকে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও ভক্তবান্ধব করতে রাজ্য সরকার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে প্লাস্টিকমুক্ত যাত্রার আহ্বান জানান তিনি।

এদিকে, আগামী ২২ এপ্রিল খুলবে কেদারনাথ ধামের দ্বার এবং ২৩ এপ্রিল খুলবে বদ্রীনাথ ধাম।

শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ১৮.৯ লক্ষ তীর্থযাত্রী অনলাইনে নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে কেদারনাথের জন্য সর্বাধিক ৬.৫ লক্ষ, বদ্রীনাথের জন্য ৫.৫ লক্ষ, গঙ্গোত্রীর জন্য ৩.৩ লক্ষ এবং যমুনোত্রীর জন্য ৩.২ লক্ষ ভক্ত নাম নথিভুক্ত করেছেন।

শনিবার ঋষিকেশের চারধাম যাত্রা ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রার সূচনা করেন। তিনি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের নিরাপদ ও আধ্যাত্মিকভাবে সফল যাত্রার শুভেচ্ছা জানান। পাহাড়ি অঞ্চলের ঠান্ডা আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে চারটি ধামযমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথএ অতিরিক্ত সুবিধার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। প্রতি বছর হরিদ্বার বা ঋষিকেশ থেকে শুরু হওয়া এই চারধাম যাত্রা যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ হয়ে বদ্রীনাথে গিয়ে শেষ হয়। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত এতে অংশ নেন।

পরশুরাম জয়ন্তীতে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ন্যায়-সত্যের পথে চলার আহ্বান

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পরশুরাম জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার তিনি ভগবান পরশুরামের বীরত্ব, প্রজ্ঞা এবং ন্যায়বোধের আদর্শকে সামনে রেখে সকলকে সত্যের পথে অবিচল থাকার আহ্বান জানান।

এক্স (সাবেক টুইটার)-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভগবান পরশুরাম জয়ন্তীর আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাঁর কাছ থেকেই আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর এবং সত্যের পথে অবিচল থাকার প্রেরণা পাই। অতুলনীয় বীরত্ব ও প্রজ্ঞার প্রতীক ভগবান পরশুরামের কৃপা সকলের হৃদয়ে নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করুক। তাঁর আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "ভগবান পরশুরামের জন্মজয়ন্তীতে আন্তরিক শুভেচ্ছা। ন্যায় ও ধর্মের প্রতীক ভগবান পরশুরামের কাছে দেশবাসীর কল্যাণ কামনা করি।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করিও শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, "ভগবান শ্রী পরশুরাম জয়ন্তীর আন্তরিক অভিনন্দন।"

নেতাদের এই বার্তাগুলি এই বিশেষ দিনের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে তুলে ধরে, যা সারা দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে পালন করা হয়।

হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পরশুরাম জয়ন্তী উদযাপিত হয়। সনাতন ধর্ম অনুযায়ী, এই দিনটিই ভগবান পরশুরামের আবির্ভাব দিবস, যিনি ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার হিসেবে পরিচিত। বিশ্বাস করা হয়, ত্রেতা যুগে তিনি অন্যায় দূর করে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

ভগবান পরশুরাম জ্ঞান, তপস্যা ও অসীম শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। তিনি অষ্ট চিরঞ্জীবিদের (অমর সত্তা) অন্যতম বলেও বিবেচিত।

এই দিনে দেশজুড়ে ভক্তরা প্রার্থনা ও পূজার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর জীবনাদর্শ থেকে সাহস, প্রজ্ঞা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেন।

ছত্তীসগঢ়ে বেদান্তা বিদ্যুৎকেন্দ্র বিস্ফোরণ: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪

রায়পুর/শক্তি, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): ছত্তীসগঢ়ের শক্তি জেলার সিংঘিতারাই গ্রামের বেদান্ত লিমিটেড-র বিদ্যুৎকেন্দ্রে ভয়াবহ বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪-এ পৌঁছেছে। রবিবার রায়গড় মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন ঝাড়খণ্ডের শ্রমিক মনীশ কুমারের মৃত্যু হয়েছে।

গত ১৪ এপ্রিল ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় মোট ৩৬ জন শ্রমিক গুরুতর দগ্ধ হয়েছিলেন। এখনও আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে সূত্রের খবর। বর্তমানে ১২ জন শ্রমিক চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মৃতদের পরিবারগুলিকেও সহায়তা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বয়লার থেকে টারবাইনে উচ্চচাপের বাষ্প বহনকারী পাইপলাইনে বিস্ফোরণ ঘটে। চিফ বয়লার ইন্সপেক্টরের প্রাথমিক রিপোর্টে সম্ভাব্য গাফিলতির ইঙ্গিত মিলেছেঅতিরিক্ত জ্বালানি জমে চাপ বেড়ে যাওয়াই বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে।

ইতিমধ্যেই প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি তদন্ত জোরদার করেছে। ১৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ)-এর আট সদস্যের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে গত ১৪ দিনের উৎপাদন লগবুক খতিয়ে দেখে।

তদন্তকারী দল গত এক মাসে কতবার প্রযুক্তিগত কারণে প্ল্যান্ট বন্ধ ছিল, সেই তথ্যও সংগ্রহ করেছে। সূত্রের দাবি, গত এক বছরে একাধিকবার প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দিয়েছিল এবং দুর্ঘটনার মাত্র ১০ দিন আগেও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য প্ল্যান্ট বন্ধ ছিল।

তদন্তকারী দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে এবং কর্তৃপক্ষ, কর্মী ও আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। প্রশাসনের মতে, চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পরই বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় ফের শিল্প নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধে কড়া পদক্ষেপের সুপারিশ করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে আসন বাড়াতে চেয়েছিল কেন্দ্র, ডিএমকে-কংগ্রেস বাধা দিয়েছে: অমিত শাহ

কোয়েম্বাটুর, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): তামিলনাড়ুতে বিধানসভা আসন সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব কেন্দ্র দিয়েছিল, কিন্তু ডিএমকে-কংগ্রেস জোট তা আটকে দিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার ইরোড জেলার মোদাকুরিচিতে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, জনসংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে কেন্দ্র রাজ্যে বিধানসভা আসন ৫০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল।

তাঁর অভিযোগ, "সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও স্বার্থের কারণে ডিএমকে ও কংগ্রেস এই উদ্যোগে বাধা দিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "এই ষড়যন্ত্র আমরা মেনে নেব না। এনডিএ সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ডিলিমিটেশন বিল সংসদে পাশ করানো হবেই।"

মহিলা সংরক্ষণ নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে প্রকৃত সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

রাজ্য রাজনীতির প্রসঙ্গে ডিএমকে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'পরিবারতন্ত্র'-এর অভিযোগ তোলেন শাহ।

নাম না করেই তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধি থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন এবং পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে উদয়নিধি স্ট্যালিনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "দশকের পর দশক ক্ষমতা একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।"

তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে-নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের পক্ষে সওয়াল করে তিনি বলেন, এই জোট ক্ষমতায় এলে রাজ্যের 'হারানো গৌরব' ফিরিয়ে আনা হবে।

একই সঙ্গে দুর্নীতি রোধ ও আইনশৃঙ্খলা উন্নত করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

গরমে ডাবের জল ভালো না লস্যি

অসহ্যকর গরম নিয়ে হাজির বৈশাখ। উত্তাপের পারদ বাড়ছে। তার সঙ্গে বাড়ছে শারীরিক অস্বস্তি। একটু কায়িক পরিশ্রম করলেই দর দর করে ঘাম হচ্ছে। আর রাস্তায় বেরোলেই গলা শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব সময়ে ব্যাগ জলের বোতল নিয়ে বেরোনোর কথা মনে থাকে না। তা ছাড়া অত্যধিক ঘাম হলে জল যথেষ্ট নয়। হাইড্রেশনের জন্য কেউ ডাবের জল কিনে খাচ্ছেন, আবার কেউ চুমুক দিচ্ছেন দইয়ের ঘোলে।

ঘোল বা লস্যি, ডাবের জল এগুলো শরীর তরতাজা করে দেয় এক নিমেষে। এই পানীয়গুলো শুধু তেষ্টা মেটায় না, কমায় ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকিও। কিন্তু এই গরমে কোন পানীয়তে চুমুক দিয়ে বেশি উপকার পাবেন, জানেন?

গরমকালে ডাবের জল খেলে কী হয়? ডাবের জল নিঃসন্দেহে উপকারী। চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, প্রত্যেকে এই গরমে ডাবের জল খাওয়ার পরামর্শ দেন। ডাবের জলে ক্যালোরির পরিমাণ কম আর পর্যাপ্ত পটাশিয়ামও পাওয়া যায়। তাই শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে এই পানীয়। ঘোল বা লস্যি কতটা উপযোগী স্বাস্থ্যের জন্য? গরমকালের শরীরকে চাঙ্গা রাখে ঘোল। শরীরকে ঠান্ডা রাখে এই পানীয়। ঘোল ও লস্যি হলো প্রোবায়োটিক পানীয়। গরমকালে পেটের সমস্যা দূরে রাখে এই পানীয়। তা ছাড়া এতে বিটনুন, জিরে গুঁড়ো ইত্যাদি মেশানো হয়। এগুলো ঘোলের পুষ্টিগুণ বাড়িয়ে তোলে। হাইড্রেশন জোগানোর পাশাপাশি অন্ত্রেরও যত্ন ঘোল বা লস্যি। পুষ্টির দৌড়ে কে এগিয়ে? ১০০ মিলি ডাবের জলে ২৫০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ১০৫ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ১৯ ক্যালোরি এবং ৪.৫ গ্রাম প্রাকৃতিক শর্করা রয়েছে।

অন্যদিকে, ১০০ মিলি ঘোলে ৩ গ্রাম প্রোটিন, ৪০ ক্যালোরি, ১২০ মিলিগ্রাম ক্যালশিয়াম, ৪.৮ কার্বোহাইড্রেট, ১.৫ গ্রাম ফ্যাট এবং ৫০-৬০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম রয়েছে। ডাবের জল নাকি ঘোল, কোনটা বেছে নেবেন? বাড়িতে থাকতে ঘরে পাতা টকদই দিয়ে লস্যি বা ঘোল বানিয়ে খেতে পারেন। পেটের সমস্যায় ভুগলেও এই পানীয় দারুণ উপযোগী। রাস্তায় বেরোলে ডাবের জল খেতে পারেন। তবে প্যাকেটবন্দি ডাবের জল নয়। সবুজ কচি ডাবের জল খাওয়ার চেষ্টা করুন। কোন পানীয় কখন খাবেন? ব্রেকফাস্টের পরে বা দুপুর খাওয়ার শেষে লস্যি বা ঘোল খেতে পারেন। এই পানীয়তে প্রোটিন থাকায় এই পানীয় পেটও ভরায়। ডাবের জল খালি পেটে খেলে সবচেয়ে ভালো উপকার মেলে। এ ছাড়া দিনের বেলায় রাস্তায় বেরোলে ডাবের জল খেতে পারেন।

গরমে এই দুই পানীয়ই খেতে পারেন। শুধু একসঙ্গে না খেলেই হলো। কোনওটা ব্রেকফাস্টের পর খান, আবার কোনওটা দুপুরবেলা।

নীরব রোগ সারকোপেনিয়া, প্রয়োজন

৩০ বছরে পা দেওয়ার পর থেকেই নিঃশব্দে শুরু হতে পারে শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, পেশিক্ষয়, যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় সারকোপেনিয়া। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ড. সৌরভ শেঠি সম্প্রতি এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। দ্য ল্যানসেট পাবলিক হেলথে প্রকাশিত ২০২৩ সালের এক প্রতিবেদনের উল্লেখ করে তিনি জানান, ৩০ বছর বয়সের পর প্রতি বছর মানুষের শরীর থেকে গড়ে প্রায় ১ শতাংশ করে পেশি বিপাকীয় প্রভাবও। ড. শেঠির কথায়, পেশি মানব-শরীরের সবচেয়ে বড় 'গ্লুকোজ স্পঞ্জ', যা রক্ত থেকে শর্করা শোষণ করে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ফলে পেশি ক্ষয় হলে পরিপাক-প্রক্রিয়ার গতি হ্রাস, শরীরে চর্বির সঞ্চয় বৃদ্ধি, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পাশাপাশি হাড় দুর্বল হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ে।মহিলাদের ক্ষেত্রে পেশিক্ষয়ের ঝুঁকি আরও তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে। 'দ্য ল্যানসেট'-এ ২০০৯ সালে প্রকাশিত তাবাক এ.জি এবং তাঁর সহকর্মীদের গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, ৩৫ থেকে ৪০

কমতে থাকে এবং অনেক সময় ব্যাপারটি টেরই পাওয়া যায় না।

সারকোপেনিয়া হল বয়সজনিত কারণে স্কেলেটাল মাসেলের ভর, শক্তি ও কার্যক্ষমতার ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়াজনিত রোগ। এই পেশিক্ষয়ের ব্যাপারটির শুরুটা ধীরগতির হলেও ৬০ বছর বয়সের পর এই ক্ষয়-প্রক্রিয়া দ্রুততর হতে পারে, যার প্রভাব পড়ে চলাফেরা, শারীরিক ভারসাম্যরক্ষা ও স্বনির্ভরতার উপর। শরীরের পেশি ক্ষয়ে যাওয়া মানে শুধু দুর্বলতাই নয়, এর রয়েছে গভীর বছরের মধ্যে মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমতে শুরু করলে দ্রুত পেশিক্ষয় হতে পারে। তাই অনেক প্রিমেনোপজাল মহিলারা ওজন না বাড়লেও শরীরে দুর্বলতা অনুভব করেন।

এর থেকে এই বার্তা স্পষ্ট যে, বয়স বাড়ার অপেক্ষা না করে আগে থেকেই পেশি গঠনে মনোযোগ দেওয়া দরকার। নিয়মিত রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং, পর্যাপ্ত প্রোটিনজাতীয় খাবার খাওয়া ও সক্রিয় জীবনযাপন সকলকে দীর্ঘদিন সুস্থ ও সক্ষম থাকতে সাহায্য করতে পারে।

মধু কি চিনির বিকল্প হতে পারে?

শরীরের কথা ভেবে চিনি বন্ধ করেছেন। রসগোল্লা, সন্দেশ ছুঁয়ে দেখেন না। এমনকী চায়ে চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এড়িয়ে চলেন প্যাকেটবন্দি প্রসেসড ফুড-ও। কিন্তু মাঝেমধ্যে খাবারের স্বাদ বাড়াতে মিষ্টি যোগ করার দরকার পড়ে। সেখানে কি চিনির বদলে মধু ব্যবহার করা যায়? 'নো সুগার' ডায়েটে অনেকেই মধু রাখতে চান। কিন্তু তাতে কি কোনও উপকার পাওয়া যায়? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

মধু কি চিনি বিকল্প হতে পারে?

মধুর মধ্যে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ দু'টো রয়েছে। এগুলো হলো শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট। সুতরাং, চিনির থেকে খুব একটা আলাদা নয় মধু। 'নো সুগার' ডায়েটে যে যুক্তিতে চিনি বাদ দেন, সেই একই কারণে মধুও এড়িয়ে চলা উচিত। তবে পুষ্টিবিদদের মতে, মধু যদি অর্গানিক হয়, তাতে যদি ভেজাল মেশানো না থাকে, তা হলে চিনির বদলে মধু খাওয়া যায়।

মধু কতটা পুষ্টিকর? রিফাইন্ড চিনির মতো ক্ষতিকর নয় মধু। চিনির মধ্যে কোনও পুষ্টি নেই। কিন্তু মধুর মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান রয়েছে। সর্দি-কাশির সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে মধু। এ ছাড়া হজমে সহায়তা করে, ত্বকের যত্ন নেয়। এতে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও আয়রনের মতো মিনারেলও রয়েছে। তাই মধু খাওয়ায় ক্ষতি নেই।

মধু সুগার লেভেলের উপর কী প্রভাব ফেলে?

মধু পুষ্টিকর মানেই যে যেমন ইচ্ছে খাবেন, তা নয়। এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স চিনির চেয়ে কম হলেও মধু রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। চিনির মতো মধুতেও এমন শর্করা থাকে, যা শরীর দ্রুত শক্তিতে রূপান্তরিত করে। তবে চিনি খেলেই যে দ্রুত গতিতে সুগার লেভেল বাড়ে, সেটা হয় না। এ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ে। পাশাপাশি ওজন বাড়ে এবং বিপাকীয় সমস্যা দেখা দেয়।

দিনে ক'চামচ মধু খাওয়া যায়?

জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে মিষ্টি বাদ দেওয়া কঠিন। খাবারের স্বাদ বজায় রাখতে অনেক সময়ে মিষ্টি দরকার পড়ে। তখন মধুর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ডায়াবিটিস না থাকলে দিনে ২-৩ চামচ মধু খাওয়া যায়। তবে সেই মধু অর্গানিক হতে হবে। তাতে যেন কোনও চিনি বা ভেজাল মেশানো না থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখবেন।

মিষ্টির ক্রেভিং কমাতে মধুর বদলে আর কী ব্যবহার করা যায়?

রান্নায় স্টেভিয়ার মতো প্রাকৃতিক শর্করা ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া খেজুর, পাকা কলা বা আপেলের পিউরি ব্যবহার করা যেতে পারে। খাবারে ফ্লেভার যোগ করার জন্য দারুচিনি, এলাচ বা ভ্যানিলার মতো মশলা ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো খাবারে সুগন্ধ ছড়ায় এবং হালকা মিষ্টি ভাব এনে দেয়। আর এই উপাদানগুলো রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায় না।

গরমের মরসুমে অনেক বাড়িতেই ছারপোকার সমস্যা দেখা দেয়

নিম তেল প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। বিছানা বা কাঠের আসবাবের ওপর নিম তেল স্প্রে করলে ছারপোকা দূর হয়। কার্যকারিতা বাড়াতে নিম তেলের সঙ্গে সামান্য পুদিনা বা ক্রিস্টাল মিন্ট মিশিয়ে নিতে পারেন। এর তীব্র গন্ধ ছারপোকা সহ্য করতে পারে না। স্প্রে বোতল না থাকলে তুলোর বল ভিজিয়েও কোনাগুলোতে দিয়ে রাখতে পারেন।

গরমের মরসুম আসতেই অনেক বাড়িতেই ছারপোকার সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যদিও ছারপোকার কামড়ে বড় কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি সচরাচর দেখা যায় না, তবে এটি অ্যালার্জি বা চর্মরোগের কারণ হতে পারে। বিশেষ করে বিছানায় ছারপোকা থাকলে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীভাবে এই আপদ বিদায় করবেন? জেনে নিন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ:

ছারপোকা তাড়ানোর সবথেকে সহজ ও কার্যকরী উপায় হলো কড়া রোদ। আপনার সোফা, তোষক বা বিছানার চাদর নিয়মিত রোদে দিন। বিছানার চাদর বা বালিশের কভার গরম জলে ধুয়ে তারপর কড়া রোদে অন্তত ৬ থেকে ৭ দিন শুকোতে দিন। উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে না পেরে ছারপোকা দ্রুত মারা যায়।

যদি বাড়িতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার থাকে, তবে সেটি ব্যবহার করে আসবাবপত্রের কোনা বা সূক্ষ্ম ফাটলগুলো পরিষ্কার করুন। ভ্যাকুয়ামের টানে গদির ভেতরে বা কাঠের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা ছারপোকা এবং তাদের ডিমগুলো সহজেই বেরিয়ে আসবে। এটি নিয়মিত করলে বংশবিস্তার রোধ করা সম্ভব।

নিম তেল প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। বিছানা বা কাঠের আসবাবের ওপর নিম তেল স্প্রে করলে ছারপোকা দূর হয়। কার্যকারিতা বাড়াতে নিম তেলের সঙ্গে সামান্য পুদিনা বা ক্রিস্টাল মিন্ট মিশিয়ে নিতে পারেন। এর তীব্র গন্ধ ছারপোকা সহ্য করতে পারে না। স্প্রে বোতল না থাকলে তুলোর বল ভিজিয়েও কোনাগুলোতে দিয়ে রাখতে পারেন। ছারপোকা দমনে বোরিক অ্যাসিড পাউডার অত্যন্ত ফলদায়ক। সোফা, চেয়ার বা খাটের তলায় এই পাউডার ছিটিয়ে রাখুন। কেরোসিন তেল বা নিম তেলের পাশাপাশি বোরিক অ্যাসিডের ব্যবহার ছারপোকাদের চিরতরে বিদায় করতে সাহায্য করে।

পরিচ্ছন্নতাই হলো ছারপোকা থেকে দূরে থাকার আসল চাবিকাঠি। তবে উপদ্রব যদি হাতের বাইরে চলে যায় বা ঘরোয়া উপায়ে কাজ না হয়, তবে দেরি না করে প্রফেশনাল 'পেস্ট কন্টোল'-এর সাহায্য নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কিছু সবজি আর ফলেই কিডনি থাকবে তরতাজা

কিডনিতে পাথরের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। এই বিপদ এড়াতে লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড দারুণ কার্যকর। এটি প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং শরীরের অম্লতা কমাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে শসায় জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। একে বলা হয় প্রাকৃতিক 'ডাইইউরেটিক', যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পাশাপাশি প্রস্রাবের বেগ বাড়িয়ে দেয়।

আকারে ছোট হলেও শরীরের 'ফিল্টার মেশিন' হল কিডনি। দিনরাত এক করে রক্ত ছেঁকে বিষাক্ত সব বর্জ্য বার করে দেওয়াই এর প্রধান কাজ। কিন্তু অনিয়মিত জীবনযাপন, উল্টোপাল্টা খাদ্যাভ্যাস আর চরম গরমের দাপটে সেই ছাঁকনিতেই জং ধরতে শুরু করেছে। কখনও প্রস্রাবে জ্বালা, কখনও আবার শরীরে অসহ্য ফোলা ভাবকিডনির গোলমাল জানান দেয় এভাবেই। তবে মুশকিল আসান হতে পারে আপনার বাড়িতেই।

বিশেষজ্ঞের মতে এমন কিছু খাবার ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে আপনার কিডনির সুরক্ষায় যা মেলে সহজেই। এগুলো ঠিক যেন ব্লটিং পেপার, যা শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন শুষে নিয়ে আপনাকে রাখবে তরতাজা।

বেরি আর আঙুর কিডনিকে ভেতর থেকে চাঙ্গা রাখতে বেরি এবং লাল আঙুরের জুড়ি মেলা ভার। ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি বা রাস্পবেরিতে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা কিডনির কোষের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। আবার লাল আঙুরে থাকে 'রেসভেরাট্রল', যা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে কিডনিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়। সবথেকে বড় সুবিধা হল, এই ফলগুলোতে পটাশিয়ামের মাত্রা থাকে বেশ কম, যা কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

লেবু আর শসার প্রাকৃতিক ডিটক্স কিডনিতে পাথরের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। এই বিপদ এড়াতে লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড দারুণ কার্যকর। এটি প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং শরীরের অম্লতা কমাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে শসায় জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। একে বলা হয় প্রাকৃতিক 'ডাইইউরেটিক', যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পাশাপাশি প্রস্রাবের বেগ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে কিডনিতে কোনও বর্জ্য জমে থাকার সুযোগ পায় না। রসুন ও পেঁয়াজ রান্নাঘরের অতি সাধারণ উপাদান রসুন ও পেঁয়াজ কিডনির সুরক্ষায় ঢাল হিসেবে কাজ করে। রসুনে থাকা 'অ্যালিসিন' সংক্রমণ রুখতে অব্যর্থ। অন্যদিকে পেঁয়াজে থাকা 'কোয়ারসেটিন' নামক শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কিডনিকে বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করে। বিশেষ করে যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তাঁদের জন্য এই দুটি উপাদান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে পরোক্ষভাবে কিডনির ওপর চাপ কমায়।

ফুলকপি ও লাল ক্যাপসিকাম: কিডনি রোগীদের জন্য পটাশিয়াম নিয়ন্ত্রণ করা সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ফুলকপি পুষ্টিগুণে ভরপুর হলেও এতে পটাশিয়াম কম থাকে, যা কিডনি-বান্ধব ডায়েটের জন্য আদর্শ। পাশাপাশি লাল ক্যাপসিকাম হল ভিটামিন সি, এ এবং বি-৬ এর পাওয়ার হাউস। ন্যাশনাল কিডনি ফাউন্ডেশনের গবেষণা অনুযায়ী, এই সবজিগুলি কিডনির গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট বজায় রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

আপনার রোজকার খাদ্যতালিকায় এই সাধারণ পরিবর্তনগুলোই পারে কিডনিকে হীরের মতো চকচকে রাখতে। তবে মনে রাখবেন, প্রচুর পরিমাণে জল পান করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াও সমান জরুরি।

নতুন জিন্স উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে মানুন এই ৮টি টিপস

প্রিয় জিন্সটি কি কয়েকবার কাচার পরই পুরনো দেখাচ্ছে? কাপড়ের তন্তু আর উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে দরকার সঠিক পদ্ধতি। ধোয়া থেকে শুকানো জিন্স নতুনের মতো রাখার ৮টি সহজ কৌশল জেনে নিন এই ফটোস্টোরিতে।

"পুরানি জিন্স অউর গিটার" শুনতে ভালো লাগলেও, নতুনের উজ্জ্বলতা হারানো মেনে নেওয়া কঠিন। মূলত কাচা এবং শুকোনোর ভুলে খুব দ্রুত পছন্দের পোশাকটি মলিন হয়ে ওঠে। ঠিক কোন পথে হাঁটলে আপনার জিন্সগুলি বছরভর নতুনের মতো থাকবে, দেখে নিন।

জিন্স মানেই তা প্রতিবার ব্যবহারের পর কাচতে হবে, এমন ধারণা একদম ভুল। অতিরিক্ত জল ও ডিটারজেন্টের সংস্পর্শে ডেনিমের বুনন আলগা হয়ে যায়। তাই অন্তত ৪ থেকে ৫ বার ব্যবহারের পর জিন্স পরিষ্কার করার পরিকল্পনা করুন। যদি জিন্সের কোনও নির্দিষ্ট অংশে সামান্য কাদা বা খাবারের দাগ লাগে, তবে পুরোটা কাচার প্রয়োজন নেই। শুধু সেই অংশটুকু মাইল্ড সোপ দিয়ে স্পট ক্লিনিং করে নিন। এতে অপ্রয়োজনীয় ধোয়ার হাত থেকে কাপড়টি রক্ষা পাবে এবং রং দীর্ঘস্থায়ী হবে।

জিন্স কাচার আগে তা সবসময় উলটে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি একটি পদক্ষেপ। এর ফলে ডিটারজেন্টের সরাসরি রাসায়নিক প্রভাব সরাসরি পোশাকের বাইরের রঙের ওপর পড়ে না। তন্তু রক্ষা করার এই ছোট বদলটি ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

জিন্স পরিষ্কার করতে ভুলেও কখনও গরম জল ব্যবহার করতে যাবেন না। গরম জল ডেনিমের তন্তুকে কুঁচকে বা সঙ্কুচিত করে দেয়, ফলে পোশাকটি মাপে ছোট হয়ে যেতে পারে। সব সময় সাধারণ তাপমাত্রার ঠান্ডা জলে জিন্স ধোয়ার চেষ্টা করুন। উগ্র ক্ষারযুক্ত সাবান বা কড়া ডিটারজেন্ট জিনসের ফেব্রিকের বারোটা বাজিয়ে দেয়। পোশাকের কোমলতা বজায় রাখতে সব সময় মাইল্ড বা লিকুইড ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা শ্রেয়। এতে কাপড়ের রং চটে যাওয়ার ভয় একদমই থাকে না। জিন্স ধোয়ার পর কড়া রোদে বেশিক্ষণ মেলে রাখলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিতে রং দ্রুত ফিকে হয়ে যায়। তাই সরাসরি রোদ লাগে না এমন ছায়াযুক্ত স্থানে হাওয়া-বাতাসে জিনস শুকিয়ে নিন। এতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বজায় থাকবে দীর্ঘদিন।

ওয়াশিং মেশিনের ড্রায়ারে জিন্স শুকোলে ঘর্ষণের ফলে রঙে তফাত আসতে পারে। প্রাকৃতিক হাওয়ায় শুকানোই ডেনিমের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি। এই সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চললেই আপনার পছন্দের জিন্সটি বহু বছর পরেও নতুনের মতোই দেখাবে।

আমার ভারত

শুভম সিংহ

হিমালয়ের বরফে লেখা আমার প্রথম অক্ষর,
কন্যাকুমারীর ঢেউয়ে মেশে শেষ চরণ।
গঙ্গার জলে ধোয়া এই মাটির গন্ধ,
মরুভূমির বালিতেও বাজে একই ছন্দ।

এখানে ভাষা হাজার, তবুও মন একটাই,
তাজমহলের পাশে আজান, মন্দিরে ঘণ্টাই।
চায়ের কাপে ঝড় ওঠে, তর্কে জমে রাত,
তবুও বিপদ এলে সবাই ধরাধরি হাত।

কিষানের ঘামে সোনা ফলে সবুজ ধানে,
বিজ্ঞানীর স্বপ্ন ওড়ে চাঁদের আঙিনায়।
বুদ্ধের মৌনতা থেকে গান্ধীর অহিংসা,
সব মিশে গড়েছে এই দেশের ইতিহাস।

কখনো রক্ত ঝরে, কখনো চোখে জল,
তবুও এই মাটি ছেড়ে যাইনি কোথাও।
কারণ ভারত মানে শুধু মানচিত্র নয়,
ভারত মানে মায়ের আঁচল, বাবার ভরসা।

সব ধর্ম, সব বর্ণ, সব প্রাণের মিলন,
এই আমার ভারত, আমার গর্ব, আমার প্রাণ।

রবিবার আগরতলায় পশ্চিম থানায় ডিজিপি থানা পরিদর্শন করেন।

ইডির জালে কলকাতার ব্যবসায়ী, মানি লন্ডারিং মামলায় আটক জয় কামদার

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তে রবিবার কলকাতার ব্যবসায়ী জয় কামদারকে আটক করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তিনি সান এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এই মামলায় মূল অভিযুক্ত অপরাধী সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দার এবং তার সঙ্গে যুক্ত চক্রের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে ইডি।

এদিন সকালে দক্ষিণ কলকাতার বেহালা এলাকায় কামদারের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডির আধিকারিকরা। একই সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত দুটি ঠিকানাতেও তল্লাশি চালানো হয়।

ইডির তরফে জানানো হয়েছে, প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২-এর অধীনে দায়ের হওয়া মামলায় এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের দুটি এবং জয় কামদারের একটি বাড়িতে তল্লাশি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কামদার মূলত রিয়েল এস্টেট প্রোমোটিং ও নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এর আগেও তার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। চলতি মাসের শুরুতে সোনা পাপ্পুর বাড়িতে তল্লাশির সময় কামদারের নাম সামনে আসে। বেহালার বাড়ি থেকে নগদ অর্থও উদ্ধার করেছে ইডি। এর আগে তাকে দু'বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলেও তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান। এরপরই রবিবার তার বাড়িতে ফের অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও তোলাবাজির একাধিক মামলা রয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার কসবা ও বালিগঞ্জ এলাকায় তার সিন্ডিকেট সক্রিয় বলে অভিযোগ। ফেব্রুয়ারিতে গোলপার্কে সংঘর্ষের ঘটনাতেও তিনি অন্যতম অভিযুক্ত। বর্তমানে তিনি পলাতক।অভিযোগ, নির্মাণ সংস্থাগুলির কাছ থেকে তোলা আদায় করে সেই অর্থ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিত পাপ্পুর চক্র। এর আগে ১ এপ্রিল এই মামলায় প্রথম দফায় তল্লাশি চালিয়ে ১.৪৭ কোটি টাকা নগদ, প্রায় ৬৭.৬৪ লক্ষ টাকার সোনা-রূপোর গয়না এবং একটি দেশি রিভলভার উদ্ধার করেছিল ইডি। এই তদন্তের সূত্রপাত কলকাতা পুলিশের একটি এফআইআর থেকে, যেখানে দাঙ্গা, খুনের চেষ্টা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র আইনের ধারায় সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ইডি ইতিমধ্যেই পাপ্পুকে তলব করলেও তিনি এখনও হাজিরা দেননি।

ভোটের পর মণিপুরে বাড়বে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বন্ধ প্রত্যাহারের আর্জি সরকারের

ইম্ফল, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যের নির্বাচন শেষ হলে মণিপুরে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে জানালেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনথৌজাম গোবিন্দস সিং।রবিবার তিনি জানান, আগে মণিপুরে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৮৮টি কোম্পানি নির্বাচন দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। আরও বাহিনী সরানোর পরিকল্পনা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং-এর হস্তক্ষেপে কেন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে যে আর বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের পর অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হবে এবং বর্তমানে ১৮৪টি সিএপিএফ কোম্পানি রাজ্যে থেকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখছে।

এদিকে, উখরুল জেলায় দুই নাগা নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনায় বিভিন্ন সংগঠন পাঁচ দিনের বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার বন্‌ধ প্রত্যাহারের জন্য সাধারণ মানুষ ও সংগঠনগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী কেমচন্দ সিংহ বলেন, দীর্ঘদিন বন্‌ধ চললে দিনমজুর, কৃষক ও পড়ুয়াদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়, বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়ে।

সরকার জানিয়েছে, ৭ এপ্রিল বিষ্ণুপুর জেলার ট্রংলাওবি ঘটনায় নিহত দুই শিশুর পরিবারের অধিকাংশ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। নিহতদের বাবাকে, যিনি বিএসএফ-এ কর্মরত, উপযুক্ত সরকারি চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং মাকেও রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।তবে পরিবারটি বিষয়টি বিবেচনার জন্য সময় চেয়েছে। এরপরই বন্‌ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উখরুলের টি. কাসোম গ্রামে সাম্প্রতিক হামলার ঘটনাকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।তিনি সকল সম্প্রদায়ের কাছে শান্তি বজায় রাখা ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান।

নিরাপত্তা জোরদার করতে মাইন-প্রোটেক্টেড ভেহিকল ও বুলেটপ্রুফ গাড়ি অন্তর্ভুক্ত করার কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

'অনুপ্রবেশকারীদের জন্য আদালতে গিয়েছেন, বাংলার নারীদের জন্য নয়'মমতাকে নিশানা বিজেপির নীতিন নবীন

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের আগে প্রচারের শেষ লগ্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা নীতিন নবীন।

রবিবার রায়গঞ্জে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, "বাংলার মহিলাদের জন্য ন্যায়বিচার চাইতে মুখ্যমন্ত্রী আদালতে যাননি, কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের জন্য গিয়েছেন।"

তিনি দাবি করেন, গত পাঁচ বছরে রাজ্যের মানুষ যে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন, তার ফলেই এবার মানুষ রাস্তায় নেমে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাঁর কথায়, "মানুষ এবার তৃণমূল সরকারকে সরাতে বদ্ধপরিকর।"

সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে নবীন বলেন, "রাজ্যে মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু তাঁদের জন্য তিনি আদালতে যাননি। প্রশাসন তখন ঘুমিয়ে ছিল।"

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'দ্বিচারিতা'র অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "মানুষ সব দেখছে। তাঁরা এর জবাব দেবে।"

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়েও তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর দাবি, সংসদে তৃণমূল সাংসদদের বিরোধিতা প্রমাণ করে যে, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দলটি নারীদের সম্মানের জন্য কাজ করেনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে মহিলাদের অধিকার 'ছিনিয়ে নেওয়া' হয়েছে এবং এবারের নির্বাচনে মহিলা ভোটাররাই এর জবাব দেবেন।

অনুপ্রবেশ ইস্যু তুলে বিজেপি নেতা বলেন, "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা জানে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাদের চিহ্নিত করে দেশছাড়া করা হবে।"

বিজেপির সভায় ভিড়ের উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, "সময় এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা দেওয়ার। এটা এখন 'করো বা মরো'র লড়াই।"

মহিলাদের ৩৩ু সংরক্ষণ দিতেই বদ্ধপরিকর কেন্দ্র: তামিল ভোটারদের বার্তা রাজনাথ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): লোকসভায় বিল পাশ না হলেও সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করতে কেন্দ্র বদ্ধপরিকর বলে জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

রবিবার তামিলনাড়ুর বাসুদেবনাল্লুর বিধানসভা কেন্দ্রে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি, সংসদে সুযোগ পেলেই মহিলাদের সংরক্ষণ বিল পাশ করানো হবে।"

তিনি অভিযোগ করেন, ডিএমকে, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বাম দলগুলি লোকসভায় এই বিল পাশ হতে দেয়নি।

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রচার জোরদার করতে রাজনাথ সিং দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে এনডিএ-র প্রচারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এদিন তাঁর সূচিতে তিরুনেলভেলি জেলার রাধাপুরম, তেঙ্কাসি জেলার পুলিয়াংগুডি-সহ একাধিক জনসভা এবং পানাগুড়িতে রোডশো ছিল।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও রাজ্যে এনডিএ প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করেছেন।

এদিকে, রবিবার ইরোড দক্ষিণ এলাকায় রোডশো করেন অমিত শাহ। তিনি দাবি করেন, "তামিলনাড়ুর মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত ও তোষণনির্ভর ডিএমকে সরকারের অবসান চায় এবং এনডিএ সরকার গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

শাহ আরও বলেন, ডিলিমিটেশন বিল সংসদে পাশ করাতে এনডিএ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তামিলনাড়ুতে প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগে ডিএমকে-কংগ্রেস বাধা দিচ্ছে।

২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে রাজ্যে রাজনৈতিক প্রচার চরমে উঠেছে।

ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা ভারতীয় ব্যাংকের তিন আধিকারিক, গ্রেফতার সিবিআইয়ের

হায়দরাবাদ, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): অন্ধ্রপ্রদেশের এলুরু জেলায় ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়লেন ইন্ডিয়ান ব্যাংক-এর তিন আধিকারিক। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে সিবিআই।গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ব্যাঙ্কের চিফ ম্যানেজার বানাভাতু নাগু, ক্লার্ক-কাম-ক্যাশিয়ার অন্নুমালাসেট্টি এন. কুমার এবং গোল্ড অ্যাপ্রেইজার কৃষ্ণ প্রসাদ।

রোহিণীতে এলপিজি কালোবাজারি চক্র ভাঙল দিল্লি পুলিশ, ৫৭টি সিলিন্ডার উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): এলপিজি সিলিন্ডারের অবৈধ মজুত ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানে রোহিণী এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। অভিযানে ৫৭টি এইচপি গ্যাস সিলিন্ডার এবং বেআইনি রিফিলিংয়ের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ (এনআর-১) নির্দিষ্ট গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রোহিণীর একাধিক জায়গায় সমন্বিত অভিযান চালায়। এই অভিযানে বড়সড় এলপিজি কালোবাজারি চক্রের হদিস মেলে, যেখানে অবৈধভাবে সিলিন্ডার মজুত ও রিফিলিং করা হচ্ছিল।

অভিযানে ৫৭টি এইচপি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে ৫০টি ভর্তি, ২টি খালি এবং ৫টিতে আংশিক গ্যাস ছিল। এছাড়া সিলিন্ডার পরিবহনে ব্যবহৃত একটি টাটা পিকআপ ভ্যান এবং একটি ওজন মাপার যন্ত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রোহিণীর সেক্টর-২২ এলাকায় সুরসুমন গ্যাস এজেন্সির কাছে অভিযান চালিয়ে ৫৫ বছর বয়সি লোকপাল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি উত্তরপ্রদেশের এতা জেলার বাসিন্দা এবং বর্তমানে দিল্লির বেগমপুরে থাকতেন।

তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি অনুমোদিত এইচপি এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর সংস্থার ডেলিভারি কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। অভিযোগ, তিনি ডেলিভারির জন্য নির্ধারিত সিলিন্ডারগুলি সরাসরি গ্রাহকদের না দিয়ে নিজের গাড়িতে জমা রাখতেন এবং বেআইনি ভাবে রিফিলিং করে কালোবাজারে বিক্রি করতেন।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, অবৈধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ভর্তি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস খালি সিলিন্ডারে ভরে বেশি দামে বিক্রি করা হত, যার মাধ্যমে আর্থিক লাভ করছিলেন অভিযুক্ত।

এই ঘটনায় এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক আরও জোরদারে জোর, রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে প্রেমদাসার বৈঠক

কলম্বো, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত ও শ্রীলঙ্কার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করা এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বৈঠক করলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন এবং শ্রীলঙ্কার বিরোধী দলনেতা সজিত প্রেমাদাসা।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, কলম্বোয় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রেমদাসা এক বার্তায় বলেন, "বাণিজ্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং দুই দেশের মানুষের উপকারে আসবে এমন বাস্তব সুযোগ তৈরির বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কা শুধু প্রতিবেশী নয়, আমরা প্রকৃত অংশীদার।"

দুই দিনের সরকারি সফরে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন। এই সফরকে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের আরও এক ধাপ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এর আগে তিনি শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিসানায়েকে এবং প্রধানমন্ত্রী হারিনি অমরাসুরিয়া-র সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেই বৈঠকেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

ভারতের 'এলাকা প্রথম" নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন উপরাষ্ট্রপতি এবং দুই দেশের মানুষের স্বার্থে সহযোগিতা বাড়ানোর উপর জোর দেন।

শ্রীলঙ্কায় পৌঁছনোর পর তাঁকে ঐতিহ্যবাহী ক্যান্ডিয়ান নৃত্যের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

মার্কিন-ইরান সংঘাতের জেরে আফ্রিকায় খাদ্যসংকট, সাহায্যে এগিয়ে ভারত: রিপোর্ট

কেপ টাউন, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সংঘাতের প্রভাবে আফ্রিকার একাধিক দেশে খাদ্যসংকট তীব্র আকার নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত মানবিক সহায়তা পাঠালেও শুধুমাত্র সেই উদ্যোগে সংকট কাটবে না বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদমাধ্যম স্বাধীন অনলাইন (আইওএল)।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে ভারত মালাউই ও বুরকিনা ফাসোতে ১,০০০ মেট্রিক টন করে চাল পাঠিয়েছে এবং মোজাম্বিকে ৫০০ মেট্রিক টন চালের পাশাপাশি ত্রাণ সামগ্রীতাঁবু, স্বাস্থ্যবিধি কিট ও ওষুধপাঠিয়েছে। তবে আইওএল জানিয়েছে, এই সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও আফ্রিকার সামগ্রিক খাদ্যসংকট মোকাবিলায় তা যথেষ্ট নয়। বরং এটি এমন এক সময়ে সংহতির বার্তা দিচ্ছে, যখন বিশ্বরাজনীতি মূলত প্রভাব বিস্তার ও কৌশলগত স্বার্থে ব্যস্ত।

প্রতিবেদনটি উল্লেখ করেছে, মার্কিন-ইরান যুদ্ধ বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যের অসাম্যকে আরও স্পষ্ট করেছে। পশ্চিম এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার নিয়ে বড় শক্তিগুলির প্রতিযোগিতার ফলে আফ্রিকার দেশগুলি খাদ্য ও জ্বালানির আমদানির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮৭ মিলিয়নের বেশি মানুষ তীব্র খাদ্যসংকটে ভুগছেন। পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় মধ্যবর্ষের মধ্যে প্রায় ৫২ মিলিয়ন মানুষ খাদ্য অনিরাপত্তার মুখে পড়তে পারেন। ইতিমধ্যেই ৩১টি আফ্রিকান দেশকে খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাম্বিয়ায় এল নিনোর প্রভাবে প্রায় ৭০ শতাংশ ভুট্টা উৎপাদন নষ্ট হয়েছে, আর জিম্বাবোয়েতে এই হার প্রায় ৮০ শতাংশ। লেসোথো, মালাউই, নামিবিয়া, জাম্বিয়া ও জিম্বাবোয়েতে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কারণে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হয়েছে।

একই সঙ্গে সোমালিয়ায় খাদ্য সহায়তার জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের সহায়তাকে 'সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ' বলে উল্লেখ করা হলেও প্রতিবেদনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আফ্রিকার মতো বৃহৎ মহাদেশে এই সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

তামিলনাড়ুর বিরুধুনগরে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত ১৮

বিরুধুনগর, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলার কাট্টানারপট্টি এলাকায় একটি আতশবাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ছয়জন আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভানাজা আতশবাজি কারখানা-তে রবিবার এই বিস্ফোরণ ঘটে। কারখানাটি গোবিন্দানাল্লুরের মুথু মানিক্কমের মালিকানাধীন এবং বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছিল।

ঘটনার সময় কারখানার ভিতরে ৩০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সময় ঘর্ষণ থেকে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় কারখানার অন্তত চারটি ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। শব্দ প্রায় ১০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

খবর পেয়ে শিবকাশি, সত্তুর ও বিরুধুনগর থেকে দমকল ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, এরপর শুরু হয় উদ্ধারকাজ।

ধ্বংসস্তূপের নীচে বহু মানুষ আটকে পড়েছিলেন। দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়ে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা হয়। প্রথমে ১৪ জনের মৃত্যুর খবর মিললেও পরে তা বেড়ে ১৮-এ দাঁড়ায়।

আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁদের অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জেলার পুলিশ সুপার শ্রীনাথ এবং উদ্ধার ও তদন্ত প্রক্রিয়া তদারকি করেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি মামলা রুজু করে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। কারখানায় নিরাপত্তা বিধি মানা হচ্ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিরুধুনগর অঞ্চল আতশবাজি কারখানার জন্য পরিচিত। এই দুর্ঘটনার পর আবারও শিল্পক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল ইস্যুতে প্রিয়াঙ্কাকে কড়া আক্রমণ বিজেপির, 'ভোটাররাই জবাব দেবেন'

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে মন্তব্যের জেরে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা-কে তীব্র আক্রমণ করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দলটির দাবি, এই বিল আটকে দেওয়ার জন্য দেশের মহিলারা বিরোধীদের 'উপযুক্ত জবাব' দেবেন।

প্রসঙ্গত, ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী শনিবার দাবি করেছিলেন, বিরোধীদের ঐক্যের জোরেই কেন্দ্রের 'ষড়যন্ত্র' ব্যর্থ হয়েছে এবং গণতন্ত্র রক্ষা পেয়েছে। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রতুল শাহ দেও বলেন, "একজন মহিলা সাংসদ হয়েও তিনি এমন একটি বিল আটকে দিতে সাহায্য করেছেন, যা মহিলাদের অধিকার দেওয়ার জন্য আনা হয়েছিল। অথচ এখন বলছেন, মহিলাদের স্বার্থেই এটা করা হয়েছেএটা লজ্জাজনক।"

তিনি আরও দাবি করেন, দেশের মানুষ কংগ্রেসকে ক্ষমা করবে না এবং এই ইস্যুতে ভোটাররাই তাদের জবাব দেবেন।

বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য বোদ্দু নাগালক্ষ্মীও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, "মহিলা সংরক্ষণের বিল প্রত্যাখ্যান করার পর এখন সংরক্ষণ নিয়ে কথা বলা ভণ্ডামি।"

এই ইস্যুতে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর মুখপাত্র রাজীব রঞ্জনও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সমালোচনা করেন। তাঁর কথায়, "এটা কংগ্রেসের মহিলাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সফল করার উদাহরণ। এর ফল তাদের ভোগ করতে হবে।"

উল্লেখ্য, সংসদে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের লক্ষ্যে আনা সংবিধানের ১৩১তম সংশোধনী বিল প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন না পাওয়ায় পাস হয়নি। বিলটির পক্ষে ২৯৮টি এবং বিপক্ষে ২৩০টি ভোট পড়ে, যা নির্ধারিত সীমার নিচে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক এনডিএ ও বিরোধী জোটের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা তীব্র আকার নিয়েছে।

ভাতা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ভারসাম্য আনবে বিজেপি সরকার: বেলদায় মোদী

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে ভাতা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করবে বিজেপি সরকারএমনই আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের আশ্বস্ত করতে চাই, বিজেপি সরকার এলে একদিকে যেমন বেকার ভাতা দেওয়া হবে, তেমনই সমান্তরালভাবে কর্মসংস্থান তৈরির উপর জোর দেওয়া হবে। যারা যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলেছে, তাদের রেহাই দেওয়া হবে না।"

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ ইস্যুতে দ্বিচারিতার অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, "একদিকে তৃণমূল মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করছে, অন্যদিকে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ চালুর চেষ্টা করছে।"

প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ওবিসিদের সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা সংবিধান ও আদালতের নির্দেশের পরিপন্থী।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করেন মোদী। তিনি বলেন, "গত ১৫ বছরে দাঙ্গা ও রাজনৈতিক খুন বেড়েছে। অনুপ্রবেশকারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মা-বোনেদের উপর অত্যাচার সীমা ছাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন।"

নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, এবারের নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করবে। এমনকি কিছু জেলায় তৃণমূল একটি আসনও পাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অজমেরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, খাদে পড়ে মৃত্যু ২, আহত ৩১

জয়পুর, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থানের আজমের জেলায় পুষ্কর ভ্যালির কাছে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ৩১ জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার অজমের থেকে পুষ্করের দিকে যাওয়ার পথে একটি যাত্রীবাহী বাস প্রায় ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। বাসটিতে মোট ৩৩ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা পিসাঙ্গাঁওয়ে 'মায়রা' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

চোখের সামনে দুর্ঘটনা দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না থাকায় কাপড় জুড়ে দড়ি তৈরি করে তাঁরা আহতদের খাদ থেকে উপরে তুলতে সাহায্য করেন।

পরে এসডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স এবং পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে যোগ দেয়।

প্রাথমিকভাবে সব আহতদের পুষ্করের একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের জওহরলাল নেহেরু হাসপাতাল আজমের-এ স্থানান্তর করা হয়।

মৃতদের পরিচয় জানা গিয়েছেপূজা (২৮) এবং বিমলা দেবী (৫০), দু'জনেই অজমেরের বাসিন্দা।

বর্তমানে ৩০ জন আহত ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জেএলএন হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট অরবিন্দ খারে জানিয়েছেন, একাধিক ওয়ার্ডে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

ঘটনার পর বাসের চালক পালিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ, তাকে খোঁজা হচ্ছে।

কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে খাদে পড়ে যায়।

এই দুর্ঘটনার জেরে পুষ্কর ভ্যালি এলাকায় দীর্ঘ সময় যানজটের সৃষ্টি হয়। জেলা শাসক লোকবন্ধু এবং পুলিশ সুপার হর্ষবর্ধন আগরওয়াল হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

মণিপুরের উখরুলে হামলার পরেও উত্তেজনা অব্যাহত, নিহত ২ নাগা বাসিন্দা

ইম্ফল, ১৯ এপ্রিল (আইএএনএস): মণিপুরের উখরুল জেলায় সশস্ত্র হামলায় দুই নাগা নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনার পর টানা দ্বিতীয় দিনেও উত্তেজনা বজায় রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী অভিযুক্ত জঙ্গিদের খুঁজতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার লিতান থানায় সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। উখরুল জেলার রৌদেই (টি.এম. কাসোম গ্রাম) এলাকায় বেসরকারি ও যাত্রীবাহী গাড়ির উপর হামলার অভিযোগে এই মামলা দায়ের হয়েছে।

ঘটনার পরই অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং যৌথ অভিযান এখনও চলছে।

এদিকে নাগালিমের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পরিষদ (ইসাক-মুইভাহ) (এনএসসিএন-আইএম) এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। সংগঠনটি দাবি করেছে, এটি 'কুকি জঙ্গিদের নৃশংস কাজ' এবং এই ধরনের ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলছে।

তাদের অভিযোগ, সাসপেনশন অফ অপারেশন (এসওও) চুক্তির আওতায় থাকা কুকি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর যোগসাজশ থাকতে পারে, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে। যদিও এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ মেলেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা হলেন চিনাওশাং শোকওংনাও (৪৫) এবং ইয়ারুইঙ্গাম ভাশুম (৪২)। ইম্ফল-দিমাপুর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-২)-এ যাত্রীবাহী গাড়ির উপর হামলা চালানো হয়। প্রায় ১০টির বেশি গাড়িকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়, যাতে তিনজন গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়।

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে উখরুল জেলার লিতান এলাকায় কুকি ও তাংখুল নাগা গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছেই। এর জেরে এনএইচ-২ প্রায়শই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে।

ঘটনার প্রেক্ষিতে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং জানিয়েছেন, এই মামলার তদন্ত জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে, যাতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সম্ভব হয়। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে।

তাংখুল নাগা সম্প্রদায়ের শীর্ষ সংগঠন 'তাংখুল নাগা লং' এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং কুকি গোষ্ঠীর দিকে আঙুল তুলেছে।

অন্যদিকে কুকি-জো কাউন্সিল (কেজেডসি) এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে কুকি-জো সম্প্রদায়ের কোনও যোগ নেই এবং এটি গোষ্ঠীগত অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফল হতে পারে।

সততার দৃষ্টান্ত !

● প্রথম পাতার পর

দেড় ভরি সোনার চেইন, ১০ হাজার টাকার বেশি নগদ অর্থ, একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য সামগ্রী।

নিজের হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে মালিকপক্ষ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং নির্মল বাবুর সততার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, সমাজে এখনও এমন সৎ মানুষ রয়েছেন বলেই মানবিক মূল্যবোধ টিকে আছে।

এই ঘটনার মাধ্যমে চেবরী এলাকায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নির্মল রুদ্র পাল। স্থানীয় মহলেও তাঁর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রতাপগড় ঝুলন্ত ব্রিজের নিচে পড়ে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: প্রতাপগড় ঝুলন্ত ব্রিজের নিচে পড়ে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ব্রিজের নিচে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই ব্যক্তিকে। পরে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতাল-এ নিয়ে যান।

হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জি বি হাসপাতাল-এ রেফার করেন। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। তবে আহত ব্যক্তি এখনও সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারছেন না, ফলে তিনি কীভাবে ব্রিজের নিচে পড়লেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে রহস্য দানা বাঁধছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বৃদ্ধার রহস্য মৃত্যু, চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম (এফএসএল) এবং ডগ স্কোয়াডও তদন্তে নামে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে, সক্রিয়

● প্রথম পাতার পর

মনুবনকুল এলাকায় যে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছিল, বর্তমানে সেখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ যৌথভাবে কাজ করে এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এলাকার বাজার - হাট বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

সব মিলিয়ে, প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে যে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে এবং সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দিয়ে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এবার বদলাবে বাংলা

● প্রথম পাতার পর

তিনি অভিযোগ করে বলেন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কেবল ভয় ও প্রচারের রাজনীতি করছে। কিন্তু এখন ভোটাররা অনেক বেশি সচেতন। তাঁরা আর এসব প্রচারে প্রভাবিত হচ্ছেন না। এলাকায় পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট ঢেউ দেখা যাচ্ছে এবং জনমত ক্রমশ বিজেপির দিকেই ঝুঁকছে।

ত্রিপুরার ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী নাথ বলেন, ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিনের বিজেপি সরকার রাজ্যের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গেও সেই ধরনের উন্নয়নমুখী সরকার গঠনের জন্য আমি জনতার কাছে আহ্বান জানাই।

প্রচারের ফাঁকে রাস্তায়

● প্রথম পাতার পর

বলেন, হাসি-মজায় মেতে ওঠেন এবং শিশু ও মহিলাদের সঙ্গেও সেই খাবার ভাগ করে নেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই আচমকা আগমনে হতচকিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। পরে তিনি নিজের সামাজিক মাধ্যমেও সেই মুহূর্তের কথা শেয়ার করেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গে চারটি জনসভা করার ব্যস্ততার মাঝেই ঝাড়গ্রামে সুস্বাদু ঝালমুড়ি খেলাম।"

দোকানের মালিক বিক্রম শ'-এর কথায়, "তিনি নিজে গাড়ি থেকে নেমে এসে ঝালমুড়ি বানাতে বলেন। আমি জিজ্ঞাসা করি ঝাল কেমন হবে, তিনি বলেন ঝাল করে দিতে। তিনি বলেন ঝালমুড়ি খুব ভালো হয়েছে এবং উপস্থিত শিশু ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সেটি ভাগ করে নেন।"

উল্লেখ্য, ঝালমুড়ি পশ্চিমবঙ্গের এক জনপ্রিয় ঝাল-চটপটে খাবার, যা মুড়ি, পেঁয়াজ, টমেটো, সেদ্ধ আলু, বাদাম, ছোলা, কাঁচালঙ্কা, সর্ষের তেল, লেবুর রস ও ভাজা মশলা দিয়ে তৈরি করা হয়।

রাজ্যজুড়ে নির্বাচনোত্তর

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, কলমচৌড়া থানার ওসিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনের একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হওয়ায় নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজীব ভট্টাচার্য জানান, অডিওটির সত্যতা যাচাই না করে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না। যাচাইয়ের পরই দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করা হবে।

অন্যদিকে, লোকসভায় ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস না হওয়ার বিষয়েও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, মহিলা সংরক্ষণ ইস্যুতে কংগ্রেসের অবস্থান অস্পষ্ট এবং দ্বিচারিতাপূর্ণ। সবমিলিয়ে, এডিসি নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি ঘিরে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর অব্যাহত রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে, তবে রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাগুলি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

মহিলা সংরক্ষণ

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, বিজেপি দেশকে প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি দিয়েছে এবং তাদের ক্ষমতায়নে কাজ করছে। পাশাপাশি তিনি কংগ্রেস ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে আদিবাসী প্রার্থীকে পরাজিত করার চেষ্টা করার অভিযোগও তোলেন।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, "বাংলার মহিলারা এখন বহু সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অসম, ওড়িশা বা গুজরাতে যা পান, এখানে তা পান না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে গরিব মহিলাদের বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার অধীনে বাড়ি তৈরির জন্য ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাহায্য করা হবে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এখানে চালু করা হবে, যার মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুবিধা মিলবে। কিডনি রোগীদের জন্য সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ডায়ালিসিসের ব্যবস্থাও করা হবে।"

তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলের কাটমানি সংস্কৃতি ও দুর্নীতিকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং সৎ শাসন ও উন্নয়নের জন্য বিজেপির উপর ভরসা রাখছে।"

বেকারত্ব, নারী

● প্রথম পাতার পর

জ্বালানির দাম প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের মূল্য ৫-৬ গুণ পর্যন্ত বেড়েছে এবং ওষুধের দামও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৮৪ শতাংশ মানুষ এখন প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশে অতি ধনী মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। একই সঙ্গে কর্পোরেটদের জন্য বিপুল ঋণ মুকুব ও করছাড় দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বেড়েছে বলেও দাবি করেন।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস মুখপাত্র। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং প্রকৃত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ছে। পাশাপাশি একাধিক রাজ্যে একই ভোটারের নাম একাধিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগও তোলেন তিনি।

নারী নিরাপত্তা ইস্যুতেও কেন্দ্রকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে নারীদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। ধর্ষণ, অপহরণ ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে নারী ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, সংসদে পাস হওয়া আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র গড়িমসি করছে। বর্তমান আসন সংখ্যা থেকেই ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করা সম্ভব ছিল বলেও দাবি করেন তিনি।

শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে কংগ্রেস মুখপাত্র বলেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সরাসরি সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করা হোক, যাতে প্রকৃত তথ্য জনগণের সামনে উঠে আসে।

সর্বোপরি, বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ শানিয়ে কংগ্রেস রাজ্যবাসীর সামনে তাদের অবস্থান তুলে ধরেছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 20-04-2026, 01:36

াঙ্গন

এক বল বাকি থাকতে কসমোপলিটনকে হারিয়ে মুল পর্বে নিশ্চিত স্ফুলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্বাস রুদ্ধ কর জয় পেয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। শেষ বলটি বাকি থাকতে রোমাঞ্চকর জয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে যথারীতি মূল পর্বে পৌঁছে দিয়েছে। বিজিত কসমোপলিটোন ক্লাব আগেই কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। গ্রুপ লীগ পর্যায়ে স্ফুলিঙ্গের আরও একটি ম্যাচ খেলার বাকি থাকলেও কসমোপলিটনের পক্ষে শেষ ম্যাচে পরাজয় মূল পর্বের জন্য কিছুটা প্রভাব পড়বে বৈকি। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে রবিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে কসমোপলিটন ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ১৬৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে লক্ষ্য কুমারের অপরাজিত ৬২ রান এবং সম্রাট সূত্রধরের ৬০ রান উল্লেখযোগ্য। সম্রাট ৪৪ বল খেলে ছ-টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬০ রান পায়। লক্ষ্য ৫০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৬২ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করে তোলে। রিয়াজ উদ্দিনের ২০ বলে ৩৩ রানও উল্লেখ করার মতো। এর মধ্যে একটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি রয়েছে। স্ফুলিঙ্গের সৌরভ দাস ও সন্দীপ সরকার একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের ব্যাটার্সরা সমানতালে ব্যাট চালিয়ে নিলেও সাগর শর্মা দুর্দান্ত খেলে ২৬ বলে দুটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৭ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে দেয়। তবে শেষ পর্যায়ে সন্দীপ সরকার ও তুষার সাহার জুটি দৃঢ়তার সঙ্গে দলকে জয় এনে দেয়। কসমোপলিটনের রিয়াজ উদ্দিন ২৭ রানে তিনটি উইকেট পেলেও ফুলিঙ্গের জয় রুখতে পারেনি। তবে দারুন বোলিং পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রিয়াজ উদ্দিন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের লাইফ মেম্বার্স ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: রবিবার বেলা ১১টায় জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘চন্দ্র মহল’-এ অনুষ্ঠিত হলো ফোরাম ফর লাইফ মেম্বার্স অফ ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা।

সভার শুরুতেই গত এক বছরে প্রয়াত আজীবন সদস্য ও প্রাক্তন খেলোয়াড়দের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের শতাধিক আজীবন সদস্যের উপস্থিতিতে সংগঠনের সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ বিগত এক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন, যা উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিতে গৃহীত হয়।

ছুটির দিনেও সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদান ফোরামের কর্মসূচিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে বলে জানান উদ্যোক্তারা। সংগঠনের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক তিমির চক্রবর্তী সভায় উপস্থিত সদস্য এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আগামী দিনে রাজ্যের অভিভাবক ক্রীড়া সংস্থা ‘ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন’-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফুটবলের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে এই সভায়। চন্দ্র মহল কর্তৃপক্ষের সুন্দর ব্যবস্থাপনা এবং সভার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রত্যেকের সহযোগিতায় এই প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা সর্বাঙ্গীনভাবে সফল হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ধন্যবাদান্তের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

শেষ বলে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা ছয় ম্যাচে জয় পেয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। জয়ের ডাবল হ্যাটট্রিক। দুর্দান্তভাবে অপরাজেয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে ব্লাডমাউথ ক্লাব মূল পর্বে খেলবে। তবে, কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র আগেই হাতে এসেছিল। আজ ছিল শতদল সংঘের সঙ্গে মর্যাদার লড়াই। কেননা শতদল সংঘও এ পর্যন্ত টানা চারটি ম্যাচে জয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে শতদল সংঘ ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। তবে অন্তিম ওভারের তিন বল বাকি থাকতে ১৫৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে দেব বার্নালের সর্বাধিক ৫২ রান উল্লেখযোগ্য। দেব ৩২ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫২ রান পায়। ব্লাড মাউথ ক্লাবের বালকেশ যাদব ২৩ রানে চারটি এবং সঞ্জয় মজুমদার ২৭ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব রোমাঞ্চকর ভাবে অন্তিম বলে জয় হাসিল করে নেয় ৮ উইকেটের বিনিময়ে।

প্রারম্ভিক জুটি দ্রুত আউট হয়ে অবস্থা সঙ্গীন করে তুললেও বিশাল ঘোষের ৬১ রান দলের আস্থা বাড়িয়ে দেয়। শেষে আনন্দ ভৌমিক এবং অমিত আলী জুটি অপরাজিত থেকে দলকে অন্তিম বলে জয় এনে দেয়। বিশাল চল্লিশ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬১ রান পায়। আনন্দ ৪৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত থেকে ৩৯ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। শতদলের ভিকি সাহা ২৮ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। অনবদ্য ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে বিশাল পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

গ্র্যাপলিং চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়াল সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আজ, রবিবার আগরতলার যোগেন্দ্রনগর স্থিত বনকুমারী নেতাজী সংঘ ক্লাবে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ১৯তম সিনিয়র ন্যাশনাল গ্র্যাপলিং চ্যাম্পিয়নশিপের সিলেকশন ট্রায়াল। গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে আয়োজিত এই ট্রায়ালে রাজ্যের ছয়টি জেলা থেকে প্রায় ৩৫ জন প্রতিভাবান ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করে। খেলোয়াড়দের দক্ষতা ও শারীরিক সক্ষমতা বিচার করে তাদের মধ্য থেকে মোট ১১ জনকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত মহিলা খেলোয়াড়দের তালিকায় রয়েছেন রোজামি মলসুম, সুজোতিকা দেবনাথ, পুজা দাস, দিয়া চন্দ্রা এবং দীপা দেবনাথ। পুরুষ বিভাগে জায়গা করে নিয়েছেন গান্ধী লাল দেববর্মা, ত্রিপল দেববর্মা, জিনেত দেববর্মা, সম্রাট নাথ, ডিয়ারি দেববর্মা ও স্বদেশ দেববর্মা। এই শক্তিশালী দলের কোচের দায়িত্ব সামলাবেন উত্তম আচার্য্য।

সিলেকশন ট্রায়াল চলাকালীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন রাজ্য গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকারি সভাপতি তনয় দাস এবং সাধারণ সম্পাদক উত্তম আচার্য্য। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী লেখা দেববর্মা, শ্রীমতী রাজশ্রী দেবনাথ এবং প্রানতোষ ঘোষ। আসন্ন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার এই প্রতিনিধি দলটি সাফল্যের ধারা বজায় রেখে রাজ্যের জন্য পদক ছিনিয়ে আনবে বলে আশাবাদী অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। সকল নির্বাচিত খেলোয়াড়দের আগামী লড়াইয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছে ক্রীড়া মহল।

বিএসটিকে ৭১ রানে হারিয়ে লীগ অভিযান শেষ চলমানের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয় পেয়েছে চলমান সংঘ। হারিয়েছে ইউনাইটেড বি এস টি-কে ৭১ রানের ব্যবধানে। গুরুত্বপূর্ণ এই জয়ের সুবাদে চলমান সংঘ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। উল্লেখ্য, চলমান সংঘের লীগ অভিযান আজ জয় দিয়ে শেষ হয়েছে। মূল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে থাকা অন্যান্য দলের সঙ্গে পয়েন্টে সমপর্যায়ে থাকলেও রান রেটের নিরিখে শেষ আটে যেতে পারে কিনা এখন সেটাই দেখার বিষয়। রবিবার সকালে এমবিবি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুতে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৩২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে প্রিতুলের ১০১ রান এবং সায়ন দাসের ৪৭ রান উল্লেখযোগ্য। প্রিতুল ৫৪ বল খেলে ১৫টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০১ রান সংগ্রহ করে। ইউনাইটেড বিএসটি”র বিকাশ মজুমদার ৫০ রানে দুটি উইকেট দখল করেছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি-র ব্যাটার্সরা পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৬১ রান সংগ্রহ করতে নির্ধারিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে কৃতি দীপ্ত দাস সর্বাধিক চৌষট্টি রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। চলমান সংঘের রাকেশ রুদ্রপাল এবং সায়ন দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং সেঞ্চুরির সৌজন্যে প্রিতুল পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

‘সরপঞ্চ’ নামের অর্থই জানতেন না শ্রেয়স, দুই মন্ত্রে নিজেকে বদলে ফেলেছেন পঞ্জাব অধিনায়ক, ভাবছেন না ট্রফি নিয়েও

আইপিএলে পঞ্জাবের খেলার থাকলেই হিন্দি ধারাভাষ্যে তাঁকে একটি বিশেষ নামে ডাকা হয়, ‘সরপঞ্চ’। আকাশ চোপড়া যে নাম দিয়েছিলেন, তা এখন পঞ্জাব দল এবং গোটা ভারতের কাছে ছড়িয়ে গিয়েছে। তবে দীর্ঘ দিন সেই শব্দের মানেই জানতেন না শ্রেয়স আয়ার। জানার পর তাঁর মনে হয়েছে, ওখান থেকেই জীবন বদলে গিয়েছে। তিনি দু’টি বিষয়কে কৃতিত্ব দিলেন জীবনের মোড় ঘোরার নেপথ্যে।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে রবিবার নামবে পঞ্জাব। তার আগে ‘জিয়োস্টার’-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলেছেন, “নামটা খুব ভাল লাগে। পঞ্জাবের হয়ে খেলা শুরু করার পর জানতামই না কবে সরপঞ্চ নামে ডাকা শুরু হয়েছে। দু’-একজন সতীর্থকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম শব্দের অর্থ। ওরা বলল যে সরপঞ্চ মানে পরিবার, গোষ্ঠী বা জেলার প্রধান। তখন ব্যাপারটা বুঝেছিলাম।

তার পর থেকেই আমার জীবন বদলে গিয়েছে।”

চলতি আইপিএলে পঞ্জাব রয়েছে সকলের উপরে। একটিও ম্যাচ হারেনি এখনও। শ্রেয়স জানিয়েছেন, বর্তমানে বিশ্বাস করা এবং মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার জন্যই সাফল্য পেয়েছেন। শ্রেয়সের কথায়, “ট্রফি জেতাই আসল লক্ষ্য। তবে বর্তমানে বাঁচতে শেখা এবং নিজের হাতে যেটা রয়েছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারাই আসল। খুব বেশি সামনে তাকানো যাবে না। আবার অতীত নিয়ে ভাবলেও চলবে না। সতীর্থদের সেটাই বলি। মাঠে নেমে নিজেদের মতো খেলো। বিপক্ষকে নিয়ে ভেবো না। আমরা প্রতি দিন উন্নতি করতে চাই এবং মাঠে নিজেদের সেরাটা দিতে চাই। সব কিছু ঠিকঠাক হলে জয় আটকাতে পারবে না কেউ।”

গত বছর কেকেআরকে হারানো এখনও ভুলতে পারেননি শ্রেয়স। পঞ্জাবের ১১১ রানের জবাবে কলকাতা শেষ হয়ে গিয়েছিল ৯৫ রানেই।

শ্রেয়স বলেছেন, “ওই ম্যাচে আমরা দুটো উইকেট ফেলার পরেই ওদের ভাল একটা জুটি হয়। চাইছিলাম ব্যাটারদের সামনে ফিল্ডার রেখে ওদের চাপে ফেলতে। উদ্দেশ্য ছিল যাতে ওরা খারাপ শট খেলে। সেটাই হয়েছিল।”

বিলোনিয়ায় স্কুল ক্রিকেটে ঋষ্যমুখ জয় বিদ্যাপীঠের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়ায় চলছে আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। মহকুমা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী রবিবার ছিল ১৪ তম ম্যাচ। এদিন বিদ্যাপীঠ মাঠে মুখোমুখি হয় স্বাগতিক বিদ্যাপীঠ ও ঋষ্যমুখ স্কুল। সীমিত ওভারের এই ক্রিকেট ম্যাচে এদিন ঋষ্যমুখ বিদ্যালয়কে চার উইকেটে পরাজিত করে বিদ্যাপীঠ। সকালে ঋষ্যমুখ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে চারজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে লড়াই করার মত রান ১৫৩। দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান তপন ঘোষের মার মুখী অপরাজিত ৭১ রানের সাহায্যেই ইনিংসে এই রান তুলে ঋষ্যমুখ। মাত্র ৫৪ বলে ৮ টি ৪ এর সাহায্যে ইনিংসের সর্বাধিক এই রান তুলে তপন। এছাড়াও দ্বীপরাজ মজুমদারের ৩৭ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাপীঠের বোলারদের মধ্যে একটি করে উইকেট পেল শুভ দত্ত, রুদ্র সরকার ও দীপরাজ দাস। জবাবে জয়ের জন্য ১৫৪ রানের টার্গেট নিয়ে বিদ্যাপীঠ ব্যাট করতে নেমে ছয়জন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে ১৫৫ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। দলের এই জয়ের কান্ডারীরা হলেন দীপরাজ দাস (২৯), দীপ্তনু পাল(১৫), তুহিন সাহা (২৫), আমির ত্রিপুরা (২৮*) ও সন্দীপ দেববর্মা (২৩)। ঋষ্যমুখের শুভদীপ বৈদ্য ও কৃষাণ মজুমদার বল হাতে নিয়ে দুটি করে উইকেট পেলেও বিদ্যাপীঠের জয়কে আটকাতে পারেনি।

মৌচাককে হারিয়ে মূলপর্বে খেলা নিশ্চিত জেসিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। হারিয়েছে ছয় উইকেট এর ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে। গ্রুপ লীগে নিজেদের একটি ম্যাচ এখনো বাকি থাকলেও এ পর্যন্ত চার ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে জেসিসি যথারীতি মূল পূর্বে খেলার টিকিট পেয়ে গেছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে মৌচাক প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ১১৬ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ১৫ ওভার ২ বল খেলে চার উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ব্যাটিংয়ে মৌচাকের সৌরভ সাহার ৩৩ রান এবং জেসিসি-র ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ২৮ রান ও নিরুপম সেন এর ২৬ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে জেসিসি-র রজত দে ২০ রানে তিনটি উইকেট দখল করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, দুর্লভ রায় পেয়েছে তিনটি উইকেট ৩৭ রানের বিনিময়ে। মৌচাকের সৌরভ সাহাও তিনটি উইকেট পেয়েছিল ২৬ রানের বিনিময়ে।

এক ওভারে সাগরের চার উইকেটে ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে বিসিসি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে দুরন্ত জয় পেয়েছে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব। হারিয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৭ উইকেট এর ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে বিসিসি কিন্তু মূল পর্বে খেলার কথা একটু হলেও ভাবছে। কেননা পয়েন্ট ও রান রেটের নিরিখে কোয়ার্টার ফাইনালের সুযোগ হাতে আসতেও পারে। টিআইটি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ৬ বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর মোঃ আল বাহার দুর্দান্ত

সংহতিকে হারিয়ে পোলস্টার জয়ী লীগের শেষ পর্যায় জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে পোলস্টার ক্লাব। লিগ পর্যায়ে নিজেদের আরও একটি ম্যাচ বাকি। তবে পঞ্চম ম্যাচে সংহতিকে ৫৮ রানে হারিয়ে পোলস্টার মূল পর্বে খেলার চিন্তা করতে পারছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে দুপুর একটায় ম্যাচ শুরুতে পোলস্টার ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত কুড়ি ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২১২ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সংহতি তিন বল বাকি থাকতে ১৫৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে পোলস্টারের সত্ত্বিক রাও দুর্দান্ত ৫০ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সর্বাধিক ৯৭ রান সংগ্রহ করার পাশাপাশি বোলিংয়ে ২৬ রানে তিনটি উইকেট দখল করে দলকে জয়ী করে তোলার অন্যতম ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। আয়ুশ দেবনাথের ৫৫ রান এবং সংহতির শুভম সূত্রধরের ৭৭ রানও উল্লেখ করার মতো। বোলিং এর সংহতির প্রতিকূল সেন ৩৮ রানে তিনটি এবং পোলস্টার এর আকাশ দে ৩২ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

অশ্বিনের মন্তব্যে বাড়ল জল্পনা

নয়াদিল্লি: মহেন্দ্র সিংহ ধোনির তত্ত্বাবধানে আইপিএলের সবথেকে ধারাবাহিক দল হিসাবে নিজেদের পরিচিত গড়ে তুলেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। তবে ধোনি দায়িত্ব ছাড়ার পর ইতিমধ্যেই রবীন্দ্র জাডেজা এবং রুতুরাজ গায়কোয়াড় দায়িত্ব দেওয়ার দিয়ে দেখা হয়েছে। তবে তাঁদের কেউই সিএসকের হয়ে সেই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। গত মরশুমে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার সিএসকে লিগ তালিকায় সবার নীচে শেষ করেছিল। আপাতত চলতি আইপিএল মরশুমেও ছয় ম্যাচের মধ্যে চারটি হেরে সিএসকে লিগ তালিকায় সাতে।

এরপরেই প্রাক্তন সিএসকে তারকা ক্রিকেটার আর অশ্বিন সিএসকের হয়ে এক নতুন অধিনায়কের প্রস্তাব আনলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান, ”আমার মতে কয়েক বছর আগে জাডেজা যখন দায়িত্ব নিয়েছিল, তখনই ওই দায়িত্বটা স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। সেই বিষয়টা পরিকল্পনামাফিক হয়নি। তারপরেই রুতুরাজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিগত দুই বছর ধরে রুতুরাজই স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে মিলে দল চালাচ্ছে।”

তবে এরপরেই অশ্বিনের দাবি ভবিষ্যতে সঞ্জু স্যামসনকে সিএসকের অধিনায়কের দায়িত্ব নিতে দেখা যেতে পারে। ”আমি জ্যোতিষী নই, তবে আমায় জিজ্ঞেস করা হলে বলব আমার মনে হয় ভবিষ্যতে কোনও না কোনও সময় সঞ্জু সিএসকেকে নেতৃত্ব দেবে। কবে এমনটা হবে সেটা জানি না, তবে এটা বলে আমি মনে করি। তবে সঞ্জুকেঅন্য কারুর দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়, এমনটা চাই না। অন্য কারুর লেগাসির বোঝা ওকে বইতে চোক চাই না। ওই ভাবে বেঁচে থাকা বা খেলতে আমরা কেউই চাই না।” মত সিএসকে প্রাক্তনীর।

সঞ্জু স্যামসন এ মরশুমেই ট্রেডের মাধ্যমে সিএসকেতে যোগ দিয়েছেন। তিনি যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁকে সিএসকের অধিনায়কত্ব দেওয়া হতে পারে, বিভিন্ন মহলে এমন জল্পনা শোনা গিয়েছিল। রুতুরাজই আপাতত সিএসকের নেতৃত্বে বহাল রয়েছেন। তবে পারফরম্যান্সের উন্নতি না হলে, ভবিষ্যতে কিন্তু সিএসকের নেতৃত্বে বদল ঘটতে দেখা যেতেই পারে। স্যামসন দীর্ঘদিন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে অধিনায়কত্ব করেছেন। তাই তিনি অধিনায়কত্বের চাপের বিষয়ে অবগত। মূলত এই কারণেই স্যামসন দলে আসার পর থেকে তাঁর অধিনায়ক হওয়ার জল্পনা শুরু হয়েছিল। অশ্বিনের এই দাবির পরে যে সেই জল্পনা আরও বাড়বে, সেই কথা কিন্তু বলাই বাহুল্য।

মেসির জোড়া গোল, ৭৫ হাজার দর্শকের সামনে মায়ামির জয়

ইন্টার মায়ামির নতুন কোচ হিসেবে গুইলার্মো হোয়োসের অভিষেকে জয় উপহার দিলেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। আজ মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে মেসির জোড়া গোলে কলোরাডো র্যাপিডসকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি।

মেসি একটি গোল করেছেন পেনাল্টি থেকে, ম্যাচের ১৮ মিনিটে। অন্যটি করেছেন ম্যাচের ৭৯তম মিনিটে। এই গোলটিই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিয়েছে। শুরুতে অবশ্য মায়ামিই ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল।

মেসির পেনাল্টিতে মায়ামি এগিয়ে যাওয়ার পর দলটি দ্বিতীয় গোল পায় প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে। বিরতির ঠিক আগে মেসির একটি ফ্লিক থেকে বল পেয়ে মাতেও সিলভেত্তি ক্রস বাড়ান, যা থেকে হেডে গোল করেন জার্মান বার্তেরাম।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় স্বাগতিক কলোরাডো। ৪ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে ম্যাচে তাদের সমতায় ফেরান রাফায়েল নাভারো (৫৮) ও ড্যারেন ইয়াপি (৬২)। সেই সমতা থেকেই পরে ম্যাচ মায়ামির দিকে ঘুরিয়ে দেন মেসি। আর্জেন্টাইন তারকার কারণে টিকিটের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে কলোরাডো ম্যাচটি ডেনভারের বিশাল এনএফএল স্টেডিয়ামে সরিয়ে নেয়। ম্যাচের সময় দেখা যায়, স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উপস্থিত ৭৫,৮২৪ দর্শক, যা এমএলএসের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

এমন এক ম্যাচেই ফল নির্ধারণ হয়েছে মেসিরই গোলে। ম্যাচের ১১ মিনিট বাকি থাকতে রদ্রিগো দি পলের বাড়ানো বল ধরে ডান প্রান্ত দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন মেসি। সেখানে তিনজন ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করে বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়িয়ে দেন।

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে হাভিয়ের মাচেরানো পদত্যাগ করার চার দিন পর আজ মায়ামির ভারপ্রাপ্ত কোচ হিসেবে ডাগআউটে ছিলেন হোয়োস। মেসির দীর্ঘদিনের বন্ধু হোয়োস এই জয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় আছে, যে ম্যাচের গতিপথ পুরোপুরি বদলে দিতে পারে।’

এই হোয়োসের সঙ্গে মেসির সম্পর্ক দুই দশকের বেশি সময়ের। বার্সেলোনার লা মাসিয়া একাডেমিতে একসঙ্গে ছিলেন তাঁরা। বর্তমানে ইন্টার মায়ামির স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্বরত হোয়োসকে আপাতত কোচের কাজ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল ইন্টার মায়ামি। ৮ ম্যাচে দলটির পয়েন্ট ১৫, সমান ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ন্যাশভিল। হোয়োস বলেছেন, ‘এটি আমাদের ধারাবাহিক উন্নতিরই অংশ। মনে রাখতে হবে, এই দলটি বর্তমান এমএলএস চ্যাম্পিয়ন।’

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন মেসি! আর্জেন্টিনার সঙ্গে আলোচনা পাক ফুটবল কর্তাদের, কবে ম্যাচ?

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফুটবল ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান! ভারতের পড়শি দেশের বিরুদ্ধে নীল-সাদা জার্সিতে ম্যাজিক দেখাবেন লিওনেল মেসি? অবিশ্বাস্য মনে হলেও পাক সংবাদমাধ্যমের দাবি পাকিস্তান বনাম আর্জেন্টিনা ফুটবল ম্যাচ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সেই নিয়ে কথাবার্তাও নাকি অনেক দূরে এগিয়েছে। তবে কবে-কোথায় সেই ম্যাচ হবে, কারা খেলবেন সেসব কিছুই ঠিক হয়নি।

পাক সংবাদমাধ্যমের মতে, পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশন (পিএফএফ) এবং আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) কর্মকর্তারা অনলাইন বৈঠকে একাধিক বিষয়ে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। এর মধ্যে কোচিং উন্নয়ন, কাঠামোগত বিভিন্ন কর্মসূচি ছাড়াও রয়েছে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের কথা।

আর্জেন্টিনায় অবস্থিত পাকিস্তানের মিশনের তরফে বৈঠকটি আয়োজন করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, দু’পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, যাতে পাকিস্তানি কোচেদের আর্জেন্টিনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এই মিটিংয়ের পাকিস্তানের তরফ থেকে ছিলেন ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান সৈয়দ মহসিন গিলানি ও অ্যাম্বাসাডর হাসান আফজল খান। আর্জেন্টিনার তরফ থেকে ছিলেন ফ্রান্সিসকো লেস্মি। আলোচনা যদিও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। তবে মনে করা হচ্ছে, ফুটবল বিশ্বকাপের পর কোনও একসময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে পারে আর্জেন্টিনা।

সেই ম্যাচে কি মেসিও খেলবেন? সেই নিয়ে কোনও পক্ষই মুখ খোলেনি। তবে এই ধরনের প্রীতি ম্যাচে মেসির খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাছাড়া আলোচনা এখনও প্রাথমিক স্তরে। আদৌ কথাবার্তা কোন দিকে এগোয়, সেদিকে নজর থাকবে। যদিও পাকিস্তানের তরফ থেকে বিবৃতিতে আশা করা হয়েছে, সব ঠিকঠাক চললে সে দেশের ফুটবল অগ্রগতির পথ খুলে যাবে।

ধাক্কা চেন্নাইয়ের, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট মাত্রের, সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটারকে ছাড়াই বাকি আইপিএল খেলতে হতে পারে

আইপিএলের মাঝে ধাক্কা চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে। শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাট করার সময় আয়ুষ মাত্রের হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, বেশ কিছু দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে ১৮ বছরের ব্যাটারকে। ভাল ফর্মে রয়েছেন মাত্রে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তাঁকে ইমপ্যাক্ট সাব হিসাবে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামিয়ে ছিল চেন্নাই। ঈশান কিশনের দলের বিরুদ্ধে ১৩ বলে ৩০ রানের আগ্রাসী ইনিংস খেললেও দলের উদ্বেগ বাড়িয়েছেন তিনি। দৌড়ে ২ রান নেওয়ার সময় তাঁর বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরে। ফিজিয়োর কাছে প্রাথমিক শুশ্রূষা নিয়ে ব্যাটিং করলেও ইনিংস টানতে পারেননি। তাঁর নড়াচড়ার মধ্যে অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট ছিল। মাত্রের চোট নিয়ে চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি ম্যাচের পর বলেছেন, “মাত্রের হ্যামস্ট্রিংয়ে ভাল টান ধরেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুরে সাংগঠনিক সভায় বক্তব্য রাখছেন রাজ্যে বিজেপির নির্বাচন সহ-প্রভারী তথা পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

বিলোনিয়ায় কিশোরের রহস্যজনক মৃত্যু, গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া থানাধীন ঋষ্যমুখ এডিসি ভিলেজের সোনাইছড়ি এলাকায় রবিবার ভোরে এক মর্মান্তিক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ১৬ বছর বয়সি কিশোর সঞ্জিত ত্রিপুরার দেহ।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গোবিন্দপাড়া এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিত ত্রিপুরা ছোটবেলা থেকেই দাদু-দিদার কাছেই মানুষ হচ্ছিল। রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে একটি রাবার বাগানে তাকে গলায় গামছা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তার দিদা। এই দৃশ্য দেখে তিনি প্রায় অচেতন হয়ে পড়েন।

পরবর্তীতে চিৎকার শুনে পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে কী কারণে সঞ্জিত এই চরম পদক্ষেপ নিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বাড়িতে কোনও অশান্তি বা সমস্যা ছিল না। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এডিসি নির্বাচনের পর সহিংসতা

দক্ষিণ জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সহিংসতার অভিযোগ উঠেছে। গত ১৭ এপ্রিল স্বশাসিত জেলা পরিষদের (এডিসি) ১০ম সাধারণ নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়। ২৮টি আসনের মধ্যে ২৪টিতে জয়লাভ করে তিপ্রা মথা, আর ৪টি আসনে জয় পায় বিজেপি।

ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অভিযোগ সামনে আসে। বিজেপির অভিযোগ, তিপ্রা মথা কর্মীরা তাদের দলীয় কার্যালয় ও কর্মীদের বাড়িঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। এর ফলে বহু বিজেপি কর্মী এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ দক্ষিণ জেলায় সফর করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ ও গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি, দক্ষিণ জেলা বিজেপির সভাপতি, ৩৯ মনু ও ৪০ সাব্রুম মণ্ডলের সভাপতিরা, মনু-রাজনগরের দুই বিজেপি বিধায়ক এবং ২৮ শিলাছড়ি-মনু বনকুল কেন্দ্রের এমডিসি কংঅজং মগ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সফরের শুরুতে তিনি ২৭ পূর্ব মুহুরীপুর-ভুরাতলী কেন্দ্রের অন্তর্গত ৩৯ মনু বিধানসভা এলাকার কালী বাজারে অগ্নিসংযোগ হওয়া বিজেপি কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এরপর ২৮ শিলাছড়ি-মনু বনকুল কেন্দ্রের ৪০ সাব্রুম বিধানসভা এলাকার চাতকছড়ি হয়রাম পাড়ার হামক্রাই বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত দলীয় কার্যালয় ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন শেষে স্থানীয় এক বিজেপি কর্মী মন্ত্রীকে জানান, দলের অভ্যন্তরীণ দূরত্বও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। পরে মন্ত্রী চালিতা বনকুল এলাকায় আরও দুটি ক্ষতিগ্রস্ত কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং মনু-বনকুল মহামনি বুদ্ধমন্দির সংলগ্ন এলাকায় সহিংসতার চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। শেষপর্যন্ত তিনি শিলাছড়ি এলাকায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাস্থল এবং আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সফর শেষে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় দাবি করেন, রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক সন্ত্রাস সংঘটিত হয়েছে ২৮ শিলাছড়ি-মনু বনকুল কেন্দ্রে। তিনি এই ঘটনাগুলির নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

বিলোনিয়ায় মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার ও পলিথিন ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ এপ্রিল: বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ঋষ্যমুখ ব্লক এবং রাজনগর ব্লকের রবিবার বিভিন্ন দোকানে হানা দিয়ে বিপুল পরিমানে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার ও পলিথিন ব্যাগ উদ্ধার করে প্রশাসন। অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন ডি সি এম বিলোনিয়া সঞ্জয় শীল সহ মহকুমা প্রশাসনের কর্মী ও বিলোনিয়া থানার পুলিশ। অভিযান চলে নলুয়া, চোত্তাখলা, নীহারনগর বাজার। অভিযানকালে প্রচুর পরিমাণে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে, এবং সেই উদ্ধার কৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের দিয়ে নস্ট করা হয়েছে। অভিযানে মোট ৪০ কেজি পলিব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। জরিমানা বাবদ ৬০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে চিপস ঘি, মধু, বিস্কুট, সরিষার তেল ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়।

পাশাপাশি প্রত্যেক ব্যবসায়ীর হাতে বিকল্প বিকল্প ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়েছে এবং প্রচার করা হয় যেন এই গুলো সবাই ব্যবহার করে।অভিযান শেষে ডি সি এম সঞ্জয় শীল জানান এই ধরনের অভিযান আরো চলবে এবং পাশাপাশি রিফাইন্ড পলিবেগ যাতে সবাই ব্যবহার করে তার উপর ক্রেতা এবং বিক্রেতা সবাইকে আরো বেশি বেশি করে সচেতন করা হবে।

কৃষ্ণপুরে বিজেপি অফিস ও কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ, এলাকা পরিদর্শনে মন্ত্রীদ্বয়

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহারানীপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত কৃষ্ণপুর এলাকায় বিজেপির দলীয় অফিস এবং একাধিক নেতা-কর্মীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজসেবা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, সঙ্গে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সভাপতি ধনঞ্জয় দাস। অভিযোগ অনুযায়ী, কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির শক্তিকেন্দ্র এবং সংখ্যালঘু মোর্চার খোয়াই জেলা সভাপতি রশিদ মিয়ার বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুরের পাশাপাশি এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতির চাপে একাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থক বাড়িঘর ছেড়ে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত জারুইলং গেস্ট হাউসে আশ্রয় নিয়েছেন।

মন্ত্রীদের প্রতিনিধি দল প্রথমে চাকমাঘাটের তুইমধু এলাকায় রশিদ মিয়ার বাড়িতে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির খোঁজ নেন। এরপর তুইমধু এলাকায় বিজেপির শক্তিকেন্দ্র কার্যালয়ে হামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তী পর্যায়ে জারুইলং গেস্ট হাউসে আশ্রিত কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যাঁরা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পুনরায় বাড়িতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, "গণতন্ত্রে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু সহিংসতার কোনও স্থান নেই। রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা আমাদের অগ্রাধিকার।" ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

সন্দেহজনক চলাচল, শান্তির বাজারে গাড়ি আটক পুলিশের

শান্তিরবাজার, ১৯ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের পর শান্তির বাজার এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর রয়েছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। এরইমধ্যে শনিবার গভীররাতে সন্দেহজনক চলাচলের অভিযোগে একটি গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শান্তির বাজার থানার অধীন মনপাথর এলাকায় টিআর-০১ সিকে-০৪৭১ নম্বরের একটি সাদা রঙের গাড়ি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে বলে খবর আসে। স্থানীয় কিছু বাসিন্দার অভিযোগ, এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে ওই গাড়িতে করে কয়েকজন ব্যক্তি চলাচল করছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে শান্তির বাজার থানার ওসি রাজু দত্ত ও সেকেন্ড অফিসার সমীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে শনিবার রাতে গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরে গাড়িটিতে তল্লাশি চালানো হলেও সন্দেহজনক কোনো বস্তু পাওয়া যায়নি।

জামথুম পিএইচসিতে রোগীর মৃত্যু ঘিরে ক্ষোভ, অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসক সংকটের অভিযোগ

কমলপুর, ১৯ এপ্রিল: কমলপুর মহকুমার প্রত্যন্ত জামথুম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম হরেন হালাম (৩১)। জানা গেছে, তিনি গতকাল রাতে অসুস্থ অবস্থায় জামথুম পিএইচসিতে ভর্তি হন।

পরিবারের অভিযোগ, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাব ছিল। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে অন্যত্র রেফার করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কেন্দ্রটিতে অ্যাম্বুলেন্স থাকা সত্ত্বেও চালক নাকি ছুটিতে থাকায় সময়মতো রোগীকে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি। এর জেরেই শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যাপক উত্তেজনা ও হইচই শুরু হয়। স্থানীয় জনজাতি বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা নিয়ে নানা সমস্যা রয়েছে। যদিও এখানে তিনজন চিকিৎসক রয়েছেন, তবে তারা পালাক্রমে এক সপ্তাহ করে ডিউটি করেন, ফলে নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এমন পরিস্থিতি নিয়ে পূর্বে সিএমও-এর কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর জামথুম এলাকার জনজাতিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। অবিলম্বে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের লাইফ মেম্বার্স ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্যদের নিয়ে গঠিত "ফোরাম ফর লাইফ মেম্বার্স অফ ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন"-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত একটি বেসরকারি হোটেলে।

এদিনের সভায় সংগঠনের প্রায় ১৮০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রথমে সচিবের পক্ষ থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। পাশাপাশি কোষাধ্যক্ষ গত অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব তুলে ধরেন।

এর পাশাপাশি আগামী বছরে সংগঠনের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সদস্যরা ফুটবলের উন্নয়ন এবং সংগঠনের কার্যক্রম আরও সক্রিয় করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

বর্ডার এলাকা থেকে প্রায় ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, যৌথ অভিযানে সাফল্য

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: বর্ডার এলাকা থেকে প্রায় ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার বিকেল আনুমানিক ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ কদমতলা থানার পুলিশ এবং রানীবাড়ি ক্যাম্পের বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন বর্ডার এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, রানীবাড়ি সীমান্ত এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে বিএসএফ জওয়ানদের সন্দেহ হয়। পরে কদমতলা থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ব্যাগটি তল্লাশি চালানো হলে সেখান থেকে প্রায় ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, উদ্ধার হওয়া এই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে সেখানে মজুত করে রাখা হয়েছিল। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনার পর পুরো এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। এই চক্রের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ঊনকোটি জেলায় হাম-রুবেলা পরিস্থিতি নজরদারিতে জেলা সফরে এনএইচএম-এর রাজ্য অধিকর্তা

কৈলাসহর, ১৯ এপ্রিল: ঊনকোটি জেলায় হাম ও রুবেলা পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে রবিবার ঊনকোটির জেলা সদর কৈলাসহর সফরে এলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য অধিকর্তা সজু ওয়াহিদ এ, আইএএস। এদিন সকাল ১০টায় তিনি রাজধানী আগরতলা থেকে কৈলাসহরে পৌঁছান। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে জেলার স্বাস্থ্য মহলে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

কৈলাসহরে পৌঁছে রাজ্য অধিকর্তা সজু ওয়াহিদ এ প্রথমে সার্কিট হাউসে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলা শাসক ডক্টর তমাল মজুমদার, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ শিরশেন্দু চাকমা, ডিস্ট্রিক্ট সার্ভিলেন্স অফিসার ডঃ অমিত দেববর্মা, জেলা টীকাকরণ আধিকারিক ডঃ সন্দীপন ভট্টাচার্যি এবং জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ রোহন পাল। এছাড়াও গৌরনগর ব্লকের বিডিও অঙ্কার দেব সহ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীরা এই বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে জেলার বর্তমান সংক্রমণ পরিস্থিতি এবং টিকাকরণ কর্মসূচীর পরিসংখ্যান খুঁটিয়ে দেখেন রাজ্য অধিকর্তা।

বৈঠক শেষে অধিকর্তা সরাসরি চলে যান গৌরনগর ব্লকের অধীনস্থ ইরানি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে তিনি পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডঃ প্রীতম দাস সহ গ্রাউন্ড লেভেলে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। টিকাকরণের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো অনীহা বা সমস্যা রয়েছে কিনা, সে বিষয়েও তিনি খোঁজ নেন। এরপর তিনি পরিদর্শন করেন কৈলাসহর ভগবাননগরস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল। হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ড এবং পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পর তিনি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ রোহন পালকে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন মেনে চিকিৎসা পরিষেবা জারি রাখার নির্দেশ দেন।

পরিদর্শন শেষে সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে সজু ওয়াহিদ এ জানান যে, পরিস্থিতি বর্তমানে স্থিতিশীল এবং নিয়ন্ত্রণে। তবে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে সংক্রমণের প্রভাব এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা হওয়ার কারণে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন।

রবিশঙ্করজির জন্মদিনে আগরতলায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ১৯ মে: শ্রী শ্রী রবি শংকর -এর জন্মদিন উপলক্ষে আগরতলার এনএসআরসিসি হলে অনুষ্ঠিত হলো বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। 'দ্য আর্ট অফ লিভিং'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী তিনটি বিভাগে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এদিন হল চত্বরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৯ এপ্রিলঃ আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার ১৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদ্য প্রয়াত দুই সাংবাদিক তপন চক্রবর্তী এবং নন্দন চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় সভার কাজ। বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহসভাপতি চিত্রা রায়, বরিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রোতরঞ্জন খিসা, সঞ্জীব দেব।মঞ্চে ছিলেন বরিষ্ঠ সম্পাদক সমীর পাল এবং কবি লেখক বিমলেন্দু চক্রবর্তী।

বেলা সাড়ে ১১ টায় সম্পাদক রমাকান্ত দে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়ব্যয় এর হিসাব পেশ করলে প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন বরিষ্ঠ সম্পাদক সমীর পাল, সহসভাপতি চিত্রা রায়, বরিষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীব দেব, মণিময় রায়, কৃষ্ণপদ কর্মকার, সাংবাদিক দেবাশীষ মজুমদার, সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্রাট চৌধুরী, চন্দ্রিমা সিরকার, মেঘধন দেব,আগরতলা প্রেসক্লাবের সহযোগী সদস্য বিমলেন্দু চক্রবর্তী,পারিজাত দত্ত। আলোচনায় আগরতলা প্রেসক্লাবের ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন এবং সাংবাদিক স্বার্থে কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।ক্যান্টিনের গুনমান বৃদ্ধিও প্রসংশা করেছেন অধিকাংশ নবীন প্রবীণ সাংবাদিক। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আরও তৎপরতার পরামর্শ দিয়েছেন। আগরতলা প্রেসক্লাব ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে। রাজনীতির ঊর্ধে উঠে সাংবাদিকদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনা শেষে সুনির্দিষ্ট বিষয় গুলো তুলে ধরে জবাবি ভাষন দিয়েছেন সম্পাদক রমাকান্ত দে। সভাপতি প্রণব সরকারের সমাপ্তি ভাষনের মধ্যে বেলা সোয়া ১টা নাগাদ শেষ হয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ।

ত্রিপুরা থেকে হজযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ, আগামীকাল কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা ৭৪ জন যাত্রী

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল: হজযাত্রাকে সামনে রেখে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্যের সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর। দপ্তরের উদ্যোগে এবং রাজ্য হজ কমিটির ব্যবস্থাপনায় এ বছর মোট ৭৪ জন হজযাত্রীএর মধ্যে ৫৫ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলাসোমবার ২০ এপ্রিল সকালে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। সেখান থেকেই তারা পবিত্র হজযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন।

এই উপলক্ষে আজ আগরতলার হজ ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জসিম উদ্দীন, মোবসর আলী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানে হজযাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয় এবং তাদের নিরাপদ ও সফল যাত্রা কামনা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas